আহ্‌কামে

হজ্ব

Marfat.com

ذخیرہ صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری نقشبندی مجددی

جو 2001ء میں میاں صاحب نے

UNIVERSITY OF THE PUNJAB

PUNJAB
UNIVERSITY
LIBRARY
LAHORE

CLASS NO..................

BOOK NO ....

S-369—Punjab University Press – 10,000—29-1-2003

Marfat.com

4320

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ তা'লা ইর্‌শাদ করছেন :—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ○ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

(তরজমা) নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম যে ঘর নির্মিত হয় তা মক্কায় অবস্থিত তাহা পবিত্র এবং সারা জাহানের পথ প্রদর্শক। ইহাতে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ আছে, (এবং তার মধ্যে একটি মোকামে ইব্রাহিম। ইহাতে যে প্রবেশ করেছে সে নিরাপদ হয়েছে এবং মানুষের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে যাতায়াতের সামর্থ থাকলে একবার খোদার ঘরে হজ্ব করা কেউ যদি কুফ্‌র্ (অর্থাৎ সামর্থ থাকা সত্তেও হজ্ব করতে না আসে) তাহ'লে (জেনে রাখ) আল্লাহর সারা জাহান থেকে বেনিয়াজ।

খোদার ঘরের হজ্বের এত ফজিলত যে বিস্তারিত লিখতে গেলে শুধু তার জন্য একটা আলাদা পুস্তিকার দরকার। কিন্তু যে বুঝে এবং ঈমান-

Marfat.com

47636

দার তার জন্যই এতটুকু যথেষ্ট যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط

(আল্লাহর জন্য হজ্ব এবং উমরা পুরা করো) ঈমানদার আল্লাহর এই হুকুম কে পূর্ণ ভক্তির সঙ্গে পালন করেন। তাই পাকিস্তানের হাজার হাজার খুশ্‌নসীব বান্দা প্রত্যেকের বছর এই ফরজ আদায় করে পুণ্যের অধীকারী হন এবং পাকিস্তান সরকার এঁদের সব রকমে সাহায্য করে একটা সুখকর দায়িত্ব থেকে রেহাই পান।

এ ব্যাপারে হাজীদের সুবিধার জন্য হজ্বের আহকাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এতে তাদের উপকার হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

হজ্বের আরকান

হজ্বের আরকান তিন রকমের: ফরায়েজ, ওয়াজেবাত এবং সুন্নত।

ফরায়েজ:—

(১) এহরাম; (২) ওকুফ; (৩) তওয়াফ; (৪) নিয়ত (৫) তরতীব, অর্থাৎ ফরায়েজের পর্য্যাক্রম ঠিক রাখা, যেমন প্রথম এহরাম, পরে ওকুফ তারপর তওয়াফ; (৬) প্রত্যেক ফরজকে ঠিক তার সময়ে আদায় করা; (৭) মকান অর্থাৎ প্রত্যেক ফরজকে তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আদায় করা।

Marfat.com

4320

ওয়াজেবাত :

(১) 'নির্দ্দিষ্ট জায়গা থেকে এহরাম বান্ধা; (২) 'সায়ী' অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়া; (৩) 'সায়ী' সাফা থেকে শুরু করা; (৪) তও-য়াফ মু'তাদ বেহ্‌এর পর 'সায়ী' করা; (৫) ওকুফ দিনের বেলা শুরু হলে তা সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্থায়ী রাখা, কিন্তু ওকুফ রাত্রে শুরু হলে তার জন্য কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হয়নি—ওকুফের মধ্যে রাত্রের কিছুটা অংশ শামিল থাকা হল ওয়াজেব; (৬) আরাফাত থেকে ফেরার সময় ইমামের অনুসরণ করা; (৭) মুজদালফায় অবস্থান করা; (৮) মাগরিব এবং এশার নামাজ মুজদালফায় এসে এশার সময় পড়া; (৯) দশ তারিখে শুধু জাম্‌রাতুল আকাবায় এবং ১১.১২ তারিখে তিন জামরার সবখানেই 'রামি' করা; (১০) জামরাতুল আকাবার 'রামি' দশ তারিখে হালক অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডনের আগে করা; (১২) 'নাহরের কালে মাথা কামান কিম্বা চুল ছাঁটান; (১৩) হরম শরীফে থাকা; (১৪) কেরান এবং তামাত্তুওয়ালার জন্য কোরবানী করা; (১৫) এই কোরবানী হরমে এবং নাহরের কালে করা; (১৬) তওয়াফ হাতীমের বাহির থেকে করা; (১৭) তওয়াফ ডান দিক থেকে করা; (১৮) কঠিন অসুবিধে না থাকলে পায়ে হেঁটে তওয়াফ করা; (২৯) ওজুর সঙ্গে তওয়াফ করা; (২০) তওয়াফের সময় 'সতর' ঢাকা থাকা; (২১) তওয়াফের পর দু'রাকাত নামাজ পড়া; (২২) পাথর ছুড়া কোরবানী করা, মাথা কামান এবং তওয়াফ করার

Marfat.com

মধ্যে তরতীব (ক্রম) বজায় রাখা; (২৩) মিকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের বিদায় তওয়াফ করা; (২৪) ওকুফে আরাফার পর থেকে মাথা কামান পর্য্যন্ত সঙ্গম না করা; (২৫) এহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

সুন্নাত সমূহ :—

(১) মিকাতের বাহির থেকে আগমনকারীদের জন্য তওয়াফে কুদুম করা; (২) তওয়াফ 'হাজরে আসাওয়াদ' থেকে শুরু করা; (৩) তওয়াফে কুদুম কিম্বা তওয়াফে ফরজ এ রমল করা; (৪) সাফা এবং মারাওয়ার মধ্যে যে দু'টো মিলে আখজর' আছে তার মধ্যে দৌড়া; (৫) মক্কায় ৭ তারিখে, আরাফাতে ৯ তারিখে এবং মিনায় ১১ তারিখে ইমামের খোৎবা পড়া; (৬) ৮ তারিখ ফজরের পর মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে রওয়ানা হওয়া যেন মিনায় পাঁচ ওয়াকতের নামাজ পড়া যায়; (৭) ৯ তারিখের রাত মিনায় কাটানো; (৮) সূর্য্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাত রওয়ানা হওয়া; ওকুফে আরাফার জন্য গোসল করা; (১০) আরাফাত থেকে ফেরার সময় মুজদালফায় অবস্থান করা; (১১) সূর্য্যোদয়ের আগে মুজদালফা থেকে মিনায় চলে যাওয়া; (১২) দশ এবং এগার তারিখের পরের রাত মিনায় কাটানো, এবং ১৩ তারিখেও মিনায় থাকলে ১২ তারিখের পরের রাতও কাটানো.।

এ ছাড়া আরো সুন্নাত আছে যার বিবরণ পরে আসবে।

Marfat.com

4320

এহরাম

হজ্বের আরকানের মধ্যে প্রথম রুকন হচ্ছে 'এহরাম' বাঁধা। এহরাম মিকাতে বাঁধতে হয়। 'মিকাত' বলে সেই স্থানকে, হজ্বের এরাদা করে যাঁরা মক্কা মোজ্জমা যান তাদের এহরাম না বেঁধে সেখান থেকে আর আগে যাওয়া জায়েজ নয়। মিকাত পাঁচটি। কিন্তু পাকিস্তান থেকে যাঁরা জাহাজ যোগে হজ্ব করতে যান তাঁদের জন্য মিকাত হচ্ছে 'কোহে মিল মিলাম' এলাকা। এই স্থানটি কামরানের পর সাগরেই পড়ে। জাহাজওয়ালারা আগে থেকেই এর সন্ধান দিয়ে দেয়। মিকাত পেঁছার আগেই এহরামের সরঞ্জাম যোগাব করে রাখা দরকার।

এহরামের সরঞ্জাম :—

একটি সেলাই ছাড়া চাদর এবং একটি সেলাই ছাড়া তহবন্দ—উভয়ে মিলে এতটা হতে হবে যেন সমগ্র 'সতর' ঢেকে যায় কিংবা একটি একটি কাপড়ই এত বড় হওয়া চাই যেন পম্পূর্ণ 'সতর' ঢাকে। এহরামের লেবাস সাদা এবং নয়া হওয়া ভাল।

এহরামের আয়োজন :—

মিস্ওয়াক ও ওজু করুন। সম্ভব হলে গোছলও করুন। নখ কাটান, মাথা কামান, খত্ বানান এবং যতদুর সম্ভব শরীর পরিস্কার করুন।

মিকাত এসে গেলে সব কাপড় ছেড়ে 'এহরাম বাঁধুন এমন ভাবে যেন দুই কাঁধ এবং পিঠ ঢেকে যায় এবং এহরামের নিয়তে দু'রাকাত নামাজ পড়ুন।

Marfat.com

ওয়াক্ত মকরুহ হলে, মকরুহ ওয়াক্ত কেটে যাওয়া পর্যান্ত অপেক্ষা করুন।

দু'রাকাত নামাজের পর যা কিছু পড়া হবে তা আপনি কি ধরণের হজ্ব করছেন সে অনুসারে পড়বেন।

হজ্ব তিন রকমের :—

(১) 'এফরাদ' অর্থাৎ শুধু হজ্ব। এর হাজীদের মুফরদ বলা হয়। মুফরদ সালামের পর এই পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ نَوَيْتُ الْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهٖ مُخْلِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰى۔

(২) 'তামাত্তু' অর্থাৎ শুরুতে শুধু 'উমরা'র নিয়ত করা এবং মক্কা মোয়াজ্জেমায় হজ্বের এহরাম বাঁধা। এ ধরণের হাজীকে মুতামাত্তে বলা হয়। মুতামাত্তে সালামের পর পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهَا مُخْلِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰى۔

(৩) 'কেরান' অর্থাৎ যে হজ্বে হাজী শুরুতেই হজ্ব এবং উমরা উভয়ে নিয়ত করেন। এধরণের হাজীকে 'কারেন' বলা হয়। 'কারেন' সালামের পর এই পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِيْ وَتَقَبَّلْهُمَا

Marfat.com

مِنِّى نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهِمَا مُخْلِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ

তিন অবস্থায়ই নিয়তের পর উচ্চ স্বরে 'লব্বায়ক' পড়বেন। লব্বায়ক হচ্ছে এই :

لَبَّيْكَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط لَاشَرِيْكَ لَكَ ط

হরমে মোহতারাম, মক্কা মুকাররমা এবং মস্‌জিদুল হারামে প্রবেশ।

হরমে মুহতারাম :—

মক্কা মুয়াজ্জমার চতুর্দিকে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত হরমের সীমা নির্ধারিত আছে। এখানে প্রবেশের সময় মনে রাখা দরকার যে, এই সীমার ভিতরে তাজা ঘাস কাটা, আপনি থেকে হওয়া গাছ কাটা কিম্বা সেখানকার জংলী পশুকে কষ্ট দেওয়া হারাম।

মক্কা মোয়াজ্জেমা :—

মক্কা শহর দৃষ্টিপথে এলে তখন বরকতের জন্য এই দোয়া পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّى بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِىْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

মস্‌জিদুল হারাম :—

মক্কায় পৌছার পর সব কাজের আগে মস্‌জিদুল

Marfat.com

হারামে পৌছার চেষ্টা করবেন এবং কাবা মোয়াজ্জেমার উপর যখন দৃষ্টি পড়বে তখন

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

তিনবার পড়বেন এবং দরুদও পড়বেন।

তওয়াফ

তওয়াফ হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) থেকে শুরু হয়। হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে এই দোওয়া পড়বেন:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

তওয়াফ করার আগে চাদরকে ডান বগলের নীচে দিয়ে বের করে দিন যেন ডান কনা ঝোলা থাকে এবং চাদরের উভয় মাথা বাম কাঁধের উপর রাখুন। এই কাজকে 'এজতেবা' বলে।

এখন কাবার দিকে মুখ করে এমন ভাবে দাঁড়ান যেন পাথর আপনার ডান হাতের দিকে থাকে এবং এই বলে নিয়ত করুন: (নিয়ত করার সময় নামাজের মত কান পর্য্যন্ত হাত উঠাবেন না)।

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ -

নিয়ত করার পর ডান দিকে এমন ভাবে অগ্রসর হউন যেন হাজরে আসওয়াদের দিকে আপনার মুখ এবং বুক থাকে। যখন এর সামনাসামনি হবেন তখন কান পর্য্যন্ত এমন ভাবে হাত তুলুন যেন হাতের তালু হাজরে আস্ওয়াদের দিকে থাকে। তখন এই দোয়া পড়ুন:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ط

সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদের উপর দুই হাতের তালু রেখে এবং তার মাঝখানে মুখ রেখে পাথরকে তিনবার চুম্বন করবেন। ভীড়ের দরুন-তা সম্ভব না হলে, হাতে হাজরে আসওয়াদ ছুয়ে হাতে চুম্বন করবেন। তা ও যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে শুধু ইশারা করে হাতে চুম্বন করবেন।

এরপর এগিয়ে যান, হাজরে আসওয়াদকে অতিক্রম করার পর মুখ সোজা করে 'খানায়ে কাবা'কে বাঁদিকে রেখে চলুন। খানায়ে কা'বাকে আবর্ত্তন করে যখন আবার হাজরে আস্ওয়াদের সামনে আসবেন তখন এক তওয়াফ পুরো হবে। এ ভাবে সাতবার ঘুরবেন এবং প্রত্যেক বারই হাজরে আস্ওয়াদের কাছে এসে প্রথম বারের মত সবগুলো কাজ করবেন, কেবল নিয়ত বাদে, কারণ নিয়ত একবারই করতে হয়।

Marfat.com

রামাল

পুরুষদের জন্য প্রথম তিন চক্করে 'রামাল' করা এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক ভাবে চলা সুন্নত। রামাল হচ্ছেঃ ঝটপট সবলে এবং স্বল্প দূরে পদ-ক্ষেপ করে চলা এবং কাঁধকে খুব দোলানো। ভীড়ের দরুণ 'রামাল' সম্ভব না হলে সবুর করবেন। এক দু'বার চক্কর দেওয়ার পর বেশী ক্লান্ত হয়ে 'রামাল' বাদ দিয়ে বাকী চক্কর গুলো পুরো করবেন।

নামাজের তওয়াফ; তওয়াফের পর মকামে ইব-রাহীমে পৌছে, কোরানের আয়াত সহ দু'রাকাত নামাজে তওয়াফ আদায় করবেন যেন এই নামাজ ওয়াজেব।

মুলতাজেম: নামাজের তওয়াফের পর মুলতাজমে আসুন। এ' হচ্ছে পূর্বদিকের প্রাচীরের সেই অংশ যা রুক্‌নে আস্‌ওয়াদ থেকে কা'বার দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে মুলতাজেমকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করুন।

জমজম: মুলতাজেমের পর জমজমে আসুন এবং সম্ভব হলে নিজে বালতি ভরে অন্যথায় যারা ভরে তাদের কাছ থেকে নিয়ে তৃপ্ত হয়ে পানি পান করুন, মুসেহ করুন এবং কিছুটা শরীরে ছিটিয়ে দিন। এরপর হাজরে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন দিয়ে 'বাবে সাফা' দিয়ে বেরিয়ে আসুন। অন্য কোন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেও কোন ক্ষতি নেই।

Marfat.com

সাফা এবং মারওয়ার সায়ী :

এখন আপনি 'সাফা'র দিকে চলুন এবং সেখানে পৌঁছে জিক্‌র ও দরূদ পড়ায় মশগুল হউন। সাফার সিড়িতে চড়ুন (শুধু সিড়িতে চড়া যথেষ্ট) এবং কাবার দিকে মুখ করে দু'হাত কাঁধ পর্যান্ত তুলে শান্তভাবে অনেক্ষণ ধরে দোওয়া করুন।

দোয়ার পর হাত ছেড়ে দিন এবং 'সায়ী' (বা দৌড়ার) নিয়ত এভাবে করুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَ

الْمَرْوَةِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ۔

এখন সাফা থেকে নেমে জিক্‌র ও দরূদ পড়তে পড়তে মারওয়ার দিকে চলুন এবং প্রথম মিলে পেঁাছে দৌড়তে শুরু করুন এবং দ্বিতীয় মাইল পার না হওয়া ভর্যান্ত দৌড়াতে থাকুন। দ্বিতীয় মিল পার হয়ে ধীরে, পদক্ষেপ করুন এবং এভাবে মারওয়ার সিড়ি পর্যান্ত যান। এখন সিড়িতে চড়ুন অথবা সিড়ি পর্যান্ত যেয়ে ক্ষান্ত হোন, তাই যথেষ্ট হবে। সাফায় যেমন করেছিলেন তেমনি হাম্‌দ, সানা, তকবীর এবং দোয়া এখানেই করুন। এ হল এক দৌড়।

এক দৌড়।

এখন আবার সাফার দিকে চলুন, প্রথম মিলে থেকে দ্বিতীয় মাইল পর্যান্ত দৌড়ুন, তারপর ধীরে

Marfat.com

চলুন এবং সাফার সিড়ি থেকে আবার ফিরে আসুন। এভাবে ৭ বার করুন। শেষ দৌড় মারওয়ায় সমাপ্ত হবে।

কোন অসুবিধার দরুণ পশুর উপর সওয়ার থাকলে, দুই মাইলের মাঝখানে পশুকে তেজ চালাবেন। আজ-কাল অক্ষম লোকেরা ছোট গাড়িতে বসে সায়ী করেন। সম্ভব হলে তাতেই এই ব্যবস্থা করে নেবেন।

উমরা

যে তাওয়াফ এবং সায়ী আপনী করলেন এর নাম হচ্ছে উমরা। এতে মুতামাত্তে'র উমরার তওয়াফ ও সায়ী হয়ে গেল, কিন্তু মফরদ এবং কারেনের হজ্বের রামাল ও সায়ী আদায় হয়ে গেল।

Marfat.com

মহিলাদের জন্য তওয়াফ এবং সায়ীর মসায়েল :

তওয়াফ এবং সায়ীর সব মসলা পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য একই রকম, পার্থক্য শুধু এই যে, এজতবা, রামাল এবং সাফা মারওয়ার মাঝে দৌড়ান মহিলাদের জন্য নেই।

'হলক' কিম্বা 'তক্‌সীর'

'হলক' হচ্ছে সারা মাথা কামান এবং তক্‌সীর চুল ছাঁটান।

মুতামাত্তে' এবং মু'তামের অর্থাৎ যাঁরা শুধু উমরা করবেন তাঁরা তওয়াফে কা'বার শুরু থেকে হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করার পরই 'লব্বায়ক' ছেড়ে দেবেন এবং তওয়াএ ও সায়ীর পর হলক্‌ কিম্বা তক্‌সীর করাবেন এবং 'এহরাম' ত্যাগ করবেন।

মহিলাদের মাথা কামান হারাম (নিষিদ্ধ)। ওদের শুধু এক আঙ্গুলি লম্বা সমান চুল কাটালেই হবে মুতামাত্তে'র সমঙ্গ মিনায় কোরবানীর পর হলক্‌ কিংবা তক্‌সীর করে এহরাম ত্যাগ করতে হবে।

আইয়ামে একামত :

এখন মিনায় যাওয়ার জন্য আপনি ৮ তারিখ পর্য্যন্ত মক্কা মোয়াজুমায় অপেক্ষা করুন। এ সময়ে যতবার সম্ভব তওয়াফ করুন এবং প্রত্যেক তওয়াফের পর 'মকামেইবরাহীমে' দু'রাকাত নামাজ পড়ুন।

Marfat.com

মিনায় রওয়ানা :

আট তারিখে "ইয়াওমুত্তারবিয়া" বলা হয়। যারা এহরাম বাধেননি তাঁরা এই দিন বেঁধে নেবেন এবং এক নফল তওয়াফে 'রামাল' ও 'সায়ী' করে নেবেন।

আট তারিখে এমন সময় মিনায় রওয়ানা হওয়া উচিত যেন জোহরের নামাজ মিনায় পড়া যায়। মিনা যখন দেখা যাবে তখন এই দোয়া পড়ুন :

اَللّٰهُمَّ هٰذٰى مِنًى فَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ

بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ

মিনায় পৌঁছে রাত্রে সেখানে থাকুন এবং ৯ তারিখের সকাল পর্যন্ত সেখানে মসজিদে-খায়ফ-এ পাঁচ ওকতের নামাজ আদায় করুন। এরপর আরাফাতের জন্য রওয়ানা হয়ে যান।

Marfat.com

আরাফাতের ওকুফ:

আরাফাতে আজকের এই দিনে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় হয় এবং হাজার হাজার ডেরা খিমা থাকে। কাজেই, যেখানে অবস্থান করবেন সে জায়গাটা খুব ভাল করে মনে রাখা উচিত। এমন কোনক চিহ্ন ঠিক করে নিবেন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে। তা না হলে, শারীরিক কষ্ট ছাড়া এই ভয়েও মন স্থির থাকবে না এবং এবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। মহিলা সঙ্গে থাকলে তাদের চেনার জন্যও কোন চিহ্ন ঠিক করে নেবেন।

যত বেশী সম্ভব 'লব্বায়ক', দরুদ, দুয়া এবং এস্‌তেগফার পড়ায় মশগুল থাকবেন।

দ্বিপ্রহরের আগেই সব প্রয়োজনীয় কাজ অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সমাধা করে নেবেন যেন বাকী দিন মাথা শান্ত থাকে। এর পর মস্‌জিদে নমরায় যান, ওখানে জোহরের নামাজ পড়ুন এবং নামাজ শেষ করে তৎক্ষনাৎ মওকাফের দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

'মওকফ' হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আসরের নামাজের পর থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে জিক্‌র এবং দোয়া করার হুকুম।

কমজোর এবং জঈফ পুরুষ এবং মহিলাগণ যদি মওকফ পর্য্যন্ত যেতে না পারেন কোন ক্ষতি নেই কিন্তু তাঁরাও দাঁড়িয়ে দোয়া করবেন এবং নিজেকে মওককের ভীড়ের মধ্যে শামিল মনে করিবেন। অবশ্য 'বতনে উরনায়' মওকফ করা নাজায়েজ। 'বতনে

Marfat.com

উরনা' একটা নালার নাম যা মস্‌জিদে নমরার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

ওকুফের সময় দরুদ শরীফ এবং কোরান মজিদ তেলাওয়াত করবেন এবং দয়া চাইবেন।

সূর্যাস্তের আগে আরাফাতের সীমার বাইরে যাওয়া হারাম।

মুজদালফার রওয়ানা এবং ওকুফ:

সূর্য্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তৎক্ষণাত মুজদালফা রওয়াণা হয়ে যাবেন। রাস্তায় যেখানেই যায়গা পাবেন এবং আসন মনে করবেন দ্রুত পায় চলবেন। সওয়ারীর উপর থাকলে তাকেই তেজ চালাবেন।

মুজদালাফায় 'মাগরিব এবং এশার নামাজ:

রাস্তায় মাগরিবের নামাজ পড়বেন না, মুজদালফায় পৌছে মাগরিবের ওক্‌ত বাকী থাকলে ও পড়বেন না কারণ এদিন মাগরিবের নামাজ ঠিক 'ওকতে পড়া গুণাহ। মুজদালফায় পৌঁছে মাগরিব এবং এশা ইমামের সঙ্গে পড়ুন এবং মাগরিব নামাজের জন্য 'আদা'র নিয়ত করবেন, কাজ়য় নয়। মাগরিব নামাজের সুন্নতগুলো এশার সঙ্গে পড়ুন কারণ দুই নামাজের মধ্যে ফাঁক হবে না।

ইমামের সঙ্গে জমাত পাওয়া না গেলে নিজেদের জমাত করে নিন, নিয়ত একাই পড়ে নিন।

যতটা সম্ভব রাত এবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিন। কারণ এই রাতের ফজিলত খুব বেশী। এখানে

Marfat.com

ফজরের নামাজ খুব আঁধার থাকতে পড়া হবে। তাই ঘুমিয়ে জলদি উঠার চেষ্টা করবেন যেন জমাতের সাথে ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করতে পারেন।

ওকুফ্ঃ

আরাফাতে আপনি ওকুফ করে ফেলেছেন। তেমনি ভাবে মজদালফার ওকুফের সময় হচ্ছে ফজরের শুরু থেকে ফরশা হওয়া পর্য্যন্ত। এর মধ্যে ওকুফ না করলে তা ফৌত হয়ে যাবে।

উত্তম হচ্ছে 'মাশানুল হারাম' পাহাড়ের উপর কিম্বা তার কটিদেশে; তাও সম্ভব না হলে যেখানে জায়গা মিলে সেখানেই; কিন্তু মহসেরে নয়, কারণ এখানে ওকূফ নাজায়েজ।

মুজদালফা থেকে মিনা যাত্রাঃ

সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে মিনা রওয়ানা হয়ে যাবেন। মহসেরে পৌঁছে ৫৪৫ হাত শিঘ্র এবং দ্রুত পদে পার হয়ে যাবেন এবং এসময় এই দোয়া পড়বেন।

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا
بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ -

মিনায় প্রবেশ : মিনা এবং মক্কার মাঝে তিনটি স্তম্ভ তৈরী আছে । মিনার কাছে সেটা তার নাম 'জমরা'য়ে উলা', মাঝে সেটা তার নাম 'জমরা'য়ে উস্‌তা' এবং মক্কার কাছে সেটা তার নাম জমরায়ে আকাবা। এই জমরাগুলোতে পাথর ছুড়া হয় এবং একে বলা হয় 'রমি'।
মিনায় পৌঁছে প্রথম কাজ হবে জমরাতুল আকাবায় যাওয়া।

নালার মধ্যভাগে সওয়ারীর উপর জমরা থেকে অন্ততঃ পাঁচ হাত সরে এমন ভাবে দাঁড়ান যেন মিনা ডান দিকে এবং মক্কা বাম দিকে থাকে এবং মুখ জমবার দিকে থাকে। এখন পরপর সাতটা পাথর হাতে নিয়ে জমরার উপর ছুশে মারুন এমন ভাবে হাত উচু করেন যেন বগল দেখা যায়। প্রথমটি পাথর ছুড়ার সময় পড়ুন :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطٰنِ رِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا -

Marfat.com

উত্তম হচ্ছে এই যে পাথরগুলো জমরা পর্যন্ত যেন পৌঁছে, কিম্বা অন্ততঃ তিনহাত দূরত্বের মধ্যে যেন জরুর পৌছে। এর চাইতে দূরে পড়লে তা গন্য হবে না।

প্রথম পাথর ছুড়ার পর 'লব্বায়ক' বন্ধ করে দেবেন।—

সাতটা পাথর-ই ছুড়া হয়ে গেল, সেখানে আর অপেক্ষা করবেন না, বরং তৎক্ষনাৎ ফিরে আসবেন।

কোরবানী :

'রমি সমাপ্ত হলে কোরবানী করুন। এই কোরবানী হচ্ছে হজ্বের শুকরিয়া স্বরূপ। 'কারেন' ও 'মুতামাত্তে'র জন্য ওয়াজেব এবং মুফরদের জন্য মুস্তাহাব। পশুর বয়স এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে পর্ত্রাদি হচ্ছে ঠিক ঈদের কোরবানীর পশুরই মত।

হলক :

কোরবানীর পর মাথা কামাবেন, একে 'হলক' বলে। মহিলাগণ শুধু পূরো এক আঙ্গুলির সমান চুল কাটাবেন। চুল কাটা বা মাথা কামানোর আগে নখ কাটা বা খত বানান জায়েজ নয়। এগুলো 'হলকে'র পর করবেন।

ফরজ তওয়াফ (ঃ)

আফজল হচ্ছে এই যে, দশ তারিখে মক্কা মোয়াজজমা যান এবং তওয়াফ করেন। এই তওয়াফকে তওয়াফে জিয়ারত বা তওয়াফে এফাজা বলা হয়। এই তওয়াফে এজতেবা নেই। তওয়াফে জিয়ারত থেকে ফিরে দশ এগার এবং বার তারিখের রাত মিনায় কাটানো হচ্ছে সুন্নত।

Marfat.com

'রমি'

এগার তারিখে জোহরের নামাজ পড়ে 'রমি' করতে চলুন। এই 'রমি' 'জমরায়ে উলা' থেকে শুরু হবে। জমরাতুল আকাবার মত এখানেও কেবলা মুখে সাতটা পাথর ছুড়ুন। এরপর এগিয়ে চলুন এবং দোয়া পড়ুন।

জমরায়ে উস্‌তায় যেয়ে আবার এমন ভাবে সাতটা পাথর ছুড়ুন এবং এগিয়ে দুয়া পড়ুন।

আবার জমরায়ে আকাবায় যেয়ে এমন ভাবে সাতটা পাথর ছুড়বেন এবং এখানে অপেক্ষা করবেন না।

বার তারিখে দ্বিপ্রহরের পর তিন 'জমরা'তেই আবার পাথর ছুড়বেন ঠিক তেমনি ভাবে যেমন করে ১১ তারিখে ছুড়েছিলেন।

এখন সূর্য্যাস্তের আগে মক্কা মোয়াজজমায় ফিরে চলুন। হজ্বের সব আরকান আপনি আদায় করে নিয়েছেন, কাজেই আপনার সময় যে ভাবে ভাল মনে করেন এবাদত এবং নেক কাজে অতিবাহিত করুন।

Marfat.com

(প্রয়োজনীয় উপদেশ)

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর প্রয়োজনীয় উপদেশ সম্বলিত যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তা সংগ্রহ করে মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করুন এবং উপদেশগুলো পুরোপুরিভাবে পালন করুন। চট্টগ্রামের হজ্ব কমিটি-গুলো আর জেদ্দাস্থ পাকিস্তান দূতাবাস পাকিস্তানী হাজীদের দেখাশুনা আর তত্তাবধান করে থাকেন, প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন। জেদ্দা, মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদিনা মুনাওয়ারার হাজী শিবিরে পাকিস্তান সরকাররের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল রয়েছে, সেখান থেকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। সেখানেই দূতাবাসের হজ্ব বিভাগের কর্ম্মীদেরও পাবেন যাদের আপনার দেখা-শুনার জন্যেই নিয়োগ করা হয়।

(নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন:)

পাকিস্তানের বাইরে আপনার প্রতিটি কাজের উপর অন্য দেশের লোকদের নজর পড়ে। আপনার

Marfat.com

সুন্দর স্বভাব আর চরিত্রের দ্বারা পাকিস্তানের নাম উজ্জ্বল হওয়া উচিত। নিজের পাকিস্তানী ভাইদের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে থাকবেন যেন আমাদের ঐক্য আর ভ্রাতৃত্বভাবকে লোকেরা ভালভাবে অনুভব করতে পারে। পাকিস্তান আর সউদী আরবের সরকার বা হাজীদের সম্ভব সব রকম সুবিধে দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু সফরের হালত আর এত বিপুল জন সমাবেশের মধ্যে নিজের বাড়ী-ঘরের মত সুবিধে পাওয়া যেতে পারে না। তাই নিজের সাহায্য নিজে করা ছাড়া নিজের সঙ্গীসাথীদের সাহায্য করাও আপনার কর্ত্তব্য। এ কথা ভুলবেন না যে, পাকিস্তানের নামের সঙ্গে কায়েদে আজমের মশহুর শিক্ষা (অর্থাৎ নিয়মানবর্ত্তিতা, বিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয়) ও জড়িত রয়েছে। এই পবিত্র সমাবেশে আপনাকে প্রমান করতে হবে যে, আপনি হচ্ছেন একটা মহান ইসলামী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সুসভ্য গর্বোন্নত নাগরীক।

জেদ্দায় পাকিস্তানী ব্যাঙ্ক রয়েছে যেখানে সরকারী মূল্যে মুদ্রা বিনিময় করা হয়। যতটা সম্ভব শুধু নিজেদের ব্যাঙ্ক থেকেই হজ্ব নোটের বদলে রিয়াল সংগ্রহ করুন, যাতে নিজেদের মুদ্রার সঠিক মূল্য পেতে পারেন। আপনার এই সফর একটা পবিত্র ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর ধর্ম্মের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে আইন আর নীতি মেনে চলা। আপনার কোন

70136

Marfat.com

অবুঝ সাথী এ ব্যাপারে অমনোযোগী থাকলে তাঁকে বুঝিয়ে দিনযে, হজ্বের পবিত্র সফর উপলক্ষে পাস্‌পোর্ট, জন স্বাস্থ্য, শুল্ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন কানুন মেনে চলা, নিজের আর নিজের সরকারের সুনাম এবং ইসলামী নৈতিকতার প্রতি যেন লক্ষ্য রাখেন।

Marfat.com

পরিশিষ্ট

তওয়াফের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ

ইয়া আল্লাহ! আমি নিয়ত করছি তোমার পবিত্র ঘর তওয়াফের, তুমি

فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ

আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং কবুল করে নাও আমার পক্ষ থেকে

لِلّٰهِ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ

সাত পাক (তওয়াফ) যা, হে মহান শক্তিমান খোদা শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি করছি।

এখন হজ্‌রে-আস্‌ওয়াদের সামনে আসুন এবং সুযোগ পেলে তাকে চুম্বন করুন। কিন্তু বেশী ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়েই কান পর্য্যন্ত দুই হাত তুলে বলুন:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য

Marfat.com

এই বলে দুহাতেই নামিয়ে ফেলুন এবং খানায়ে কাবার প্রথম তওয়াফ শুরু করুন আর দোয়া পড়ুন :

প্রথম তওয়াফের দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ

আল্লাহতা'লা পাক, সকল প্রসংসা তারই প্রাপ্য, কোন মাবুদ নাই

اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, পাক পরিহার ও এবাদতের শক্তি

اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

মহান আল্লারই দেয়া। এবং সম্পূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষণ হোক

عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

আল্লাহর রসুলের উপর। হে আল্লাহ! তোমার উপর

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكَلِمَاتِكَ

ইমান রেখে তোমার আহাকামকে সত্য বলে মেনে নিয়ে,

وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ

তোমার ওয়াদাকে পালন করে, অনুসরণ করে তোমার নবী ও দোস্ত

وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

মোহাম্মদ (দঃ) এর সুন্নাতকে (আমি এই তওয়াফ করছি)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

তোমার কাছ থেকে চাই সাহায্য, শান্তি.

وَالْمُعَافَاةَ الدَّآئِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا

ক্ষমা ও মার্জনা, দীন, দুনিয়া ও অখে-রাতে,

وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ۝

এবং (চাই) স্বগলাভের সাফল্য ও মুক্তি নরক থেকে।

Marfat.com

রুক্‌নে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে এই দোয়া পড়ুন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক: আমাদের কল্যাণ দাও দুনিয়াতে এবং

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ؕ وَاَدْخِلْنَا

আখেরাতে এবং বাঁচাও দোজখের আজাব থেকে; দাখিল কর

الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ

আমাদের বেহেশতে নেক-কারদের সাথে, হে শক্তিমান, হে

يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

মার্জনাকারী, হে সর্বজগতের প্রতিপালক।

হাজারে আস্‌ওয়াদে পৌঁছে চুম্বন দেবেন। • ভীড় থাকলে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে:

Marfat.com

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

(শুরু করছি আল্লাহর নামে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর)

বলতে বলতে হাত নামিয়ে ফেলুন (একে বলে এসতেলাম) এবং এগিয়ে গিয়ে এই দোয়া পড়তে পড়তে দ্বিতীয় পাক (তওয়াফ) শুরু করুন :

দ্বিতীয় তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই এই ঘর তোমার ঘর, এই পাক হরম তোমার হরম,

حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ

এখানকার শক্তি তোমারই প্রতিষ্ঠিত, সব বান্দা তোমারই বন্দা (দাস);

وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ

আমিও তোমারই বন্দা, তোমার বন্দার সন্তান; এবং এই স্থান—তোমার

Marfat.com

الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَ

সাহায্যে দোজখ থেকে নাজাত পাওয়ার জায়গা;
হারাম করে দাও আমাদের

بَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ ○ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا

গোশ্‌ত্‌ এবং চামড়াকে দোজখের আগুনের জন্য। এবং
হে আল্লাহ!

الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا

আমাকে দাও ঈমানের প্রেম। একে সুন্দর কর
আমাদের অন্তরে, ঘৃণা দাও

اَلْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا

কুফ্‌র, শির্‌ক্‌, নাফরমানী প্রও গুনাহের প্রতি; এবং
শামিল কর আমাদের

مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ○ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ

সজ্জনদের মধ্যে। হে আল্লাহ, বাঁচাও আমাকে
কিয়ামতের আজাব থেকে—

يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ○ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ الْجَنَّةَ

যে দিন তুমি তোমার বান্দাকে আবার জিন্দা করবে;
হে আল্লাহ!

Marfat.com

بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

নসিবকর আমাকে বেহেশত বিনা হিসেবে!

রুকুনে ইয়েমানীতে পেঁৗছে এই দোয়া করে ফেলতে হবে এবং এগিয়ে যেতে নীচের দোয়া পড়ুন:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়া এবং আখেরাতে আমাকে কল্যাণ দাও,

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِؕ وَاَدْخِلْنَا

দোজখের আজাব থেকে আমাকে বাঁচাও এবং দাখিল কর আমাকে

الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ

বেহেশ্তে নেক লোকদের সাথে, হে শক্তিমান, হে মহান মার্জনাকারী,

يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَؕ

হে সর্বজগতের প্রতিপালক!

Marfat.com

এখন হজরে আসওয়াদে পৌছে চুম্বন করুন। ভীড় হলে দুর দেকে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলুন একে বলে এসতেলাম এবং

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

(আল্লার নামে শুরু করছি যিনি সর্বশ্রেষ্ট এবং সব প্রশংসা তাঁরই)

(আল্লার নামে শুরু করছি যিনি সর্বশ্রেষ্ট এবং সব প্রশংসা তাঁরই)

পড়তে পড়তে হাত নামিয়ে ফেলুন এবং এগিয়ে চলুন আর এই দোয়া পড়তে তৃতীয় পাক (তওয়াফ) শুরু করুন :

তৃতীয় তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ

হে আল্লাহ! তোমার পানাহ চাচ্ছি তোমার (আযাত ও আহকাম সম্পর্কে)

وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَ

সন্দেহ পোষণ থেকে, তোমার শরীক ঠেহরাণে থেকে,—তোমার

Marfat.com

سُوْءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ

আহ—কামের বিরুদ্ধিতা, কপটতা কুস্বভাব, কুদৃশ্য থেকে, ধন, জন, ও সন্তানের বরবাদী থেকে; হে আল্লাহ,

وَالْوَلَدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ

তোমার কাছ থেকে চাই তোমার তুষ্টি ও বেহেশ্ত্,
পানাহ চাই

وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ

তোমার গজব থেকে ও দোজখ থেকে; হে আল্লাহ!

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

পানাহ চাই তোমার কাছে কবরের আজাব থেকে;
পানাহ চাই

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

তোমার কাছে—জীবন মৃত্যুর আপদ থেকে।

রুকনে ইয়ামানিতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং অগ্রসর হয়ে এই দোয়া পড়ুন:—

Marfat.com

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে,

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ وَاَدْخِلْنَا

এবং বাঁচাও আমাকে দোজখের আজাব থেকে, এবং দাখিল কর আমাকে

الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا

বেহেশ্‌তে নেক বান্দাদের সঙ্গে, হে মহাপরাক্রম। মহা মার্জনাকারী!

رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে বিশ্বপালক!

হাজরে আসওয়াদ পৌঁছে চুম্বন করুন, কিন্তু, ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন ঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর।

Marfat.com

এই পড়তে পড়তে দু'হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে অগ্রসর হোন আর এই দোয়া পড়তে পড়তে চতুর্থ পাক (তওয়াফ) শুরু করুনঃ

চতুর্থ তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا

হে আল্লা! আমার এই হজ্বকে কবুল কর, আমার এই কোশেশকে সফল

وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّعَمَلًا صَالِحًا مَّقْبُوْلًا

কর আমার গুনাহকে মাফ কর, আমারি নেক আমলকে কবুল কর

وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ

আর এমন তেজারত নসিব কর যাতে ক্ষতি নাই; হে আন্তর্য্যামী!

اَخْرِجْنِىْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

আমাকে আঁধার থেকে বে'র করে আলোতে নিয়ে যাও

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে পেতে চাই তোমার

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ

রহমত, পাপ মার্জনার উপায়, সব গুণাহ থেকে বাঁচার পথ,

اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ

সৎকাজের সামর্থ্য, বেহেশ্‌ত প্রাপ্তি ও দোজখের আজাব থেকে নেজাত। হে প্রতিপালক!

وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ○ رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ

তোমার দেওয়া রোজীতে আমাকে তুষ্টি দাও, বরকত দাও আমাকে

وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَآ اَعْطَيْتَنِىْ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ

তোমার দেওয়া নে'মতে, বদল দাও আমাকে তোমার দেওয়া

غَائِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ ○

মসিবতের জন্য নেকি।

Marfat.com

রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করে অগ্রসর হতে থাকবেন এবং পড়বেন :

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ

হে প্রতিপালক। কল্যান দাও আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে,

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

বাঁচাও আমাকে দোজখের আজাব থেকে, দাখিল কর আমাকে বেহেশ্‌তে নেক বান্দাদের সঙ্গে হে শক্তিমান!

مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

হে মার্জনাকারী
হে সর্বজগতের প্রতিপালক!

হজরে আস্‌ওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড় থাকলে দূর থেকে দু'হাত কান পর্য্যন্ত তুলুন এবং বলুন—

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ট এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর

Marfat.com

এই পড়তে পড়তে হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে এগুন আর এই দোয়া পাঠের সঙ্গে পঞ্চম পাক (তওয়াফ) শুরু করুন।

পঞ্চম তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ

হে আল্লাহ! তোমার আরশের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দাও যেদিন

اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ وَلَا بَاقِىَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ

তোমার আরশের ছায়া আর কোন ছায়া থাকবেনা, এবং

مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

তুমি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না. পান করাও

وَسَلَّمَ شُرْبَةً هَنِيْئَةً مَّرِيْئَةً لَّا نَظْمَأُ بَعْدَ

আমাকে তোমার নবীর হাউজ থেকে সুশীতল সুস্বাদু পানীয় যেন

Marfat.com

هَا أَبَدًا ۝ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

এর পর আর পিপাসা না হয়, তোমার কাছে চাই কল্যাণ যা চেয়ে

سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ

ছিলেন তোমার নবী মোহাম্মদ (দঃ) পানাহ চাই তোমার কাছে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ

সব অকল্যাণ থেকে যা থেকে পানাহ চেয়েছিলেন তোমার

مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া'সাল্লাম, হে আল্লাহ!

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا

চাই তোমার কাছে বেহেশ্ত্ এবং তার সব নে'মত

يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ ۝

আর সেই কথা, কাজ ও আমল যা বেহেশত্ লাভে

Marfat.com

وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِيْٓ اِلَيْهَا مِنْ

সাহায্য করবে; তোমার পানাহ চাই দোজখ থেকে এবং যে

مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْعَمَلٍ ط

সব কথা, কাজ ও আমল থেকে যা দোজখ পৌঁছতে সাহায্য করবে।

রুকনে ইয়েমানী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ করবেন এবং অগ্রসর হতে হতে পড়বেন :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে,

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ وَاَدْخِلْنَا

রক্ষা কর দোজখের আজাব থেকে এবং দাখিল কর বেহেশতে

الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا

নেক বান্দাদের সাথে, হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল!

Marfat.com

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে বিশ্বপালক।

হজ্‌রে আস্‌ওয়াদে পৌছে চুম্বন করুন ভীড় বেশী হলে দূরে থেকে দু' হাত থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত তুলে বলুন:

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর)

এই পড়তে পড়তে হাত নামান এবং নীচের দোয়া পাঠের সঙ্গে ষষ্ঠ পাক (তওয়াফ) শুরু করবেন।

ষষ্ঠ তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا

হে আল্লাহ! আমার উপর তোমার বহু হক আছে আমারও তোমার মধ্যে,

Marfat.com

بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَ

এবং আমার ও তোমার সৃষ্টির মধ্যে,

بَيْنَ خَلْقِكَ ط اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا

হে আল্লাহ! এর মধ্যে যা তোমার তা মাফ কর,

فَاغْفِرْهُ لِىْ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ

আর যা তোমার সৃষ্টির তা মাফ করানোর ভার নাও,

عَنِّىْ وَاَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ

হালাল কামাই দিয়ে আমাকে হারাম থেকে বাঁচাও,
বন্দেগীর সামর্থ দিয়ে

بِطَاعَتِكَ عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ

গুনাহ থেকে বাঁচাও, তোমার করুনা দিয়ে অন্যের
দারস্থ হওয়া থেকে বাঁচাও

مَّنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ

হে অসীম ক্ষমাশীল! হে আল্লাহ! তোমার ঘর
মহিমা পূর্ণ

Marfat.com

بِيَتِكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهُكَ كَرِيْمٌ وَأَنْتَ يَا

তুমি করুনাময় এবং হে আল্লাহ তুমি সহনশীল, মহানুভব

اَللهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ

মহিমাময়, তুমি ক্ষমা ভালবাস তাই

فَاعْفُ عَنِّيْ

আমাকে ক্ষমা কর।

রুকনে ইয়েমানীতে পৌছা পর্য্যন্ত দোয়া শেষ করুন এবং এগুতে থেকে এই দোয়া পড়ুন:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে,

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَادْخِلْنَا

বাঁচাও আমাকে দোজখের আজাব থেকে এবং দাখিল কর আমাকে বেহেশতে

Marfat.com

الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ

নেক বান্দাদের সঙ্গে, হে শক্তিমান হে ক্ষমাশীল! হে

الْعٰلَمِيْنَ ط

বিশ্বপালক।

হজরে আস্ওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করবেন এবং ভীড় থাকলে দূরে থেকে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা অল্লাহর)

এই বলতে বলতে হাত নামান এবং এগিয়ে যান আর নীচের দোয়া পাঠের সঙ্গে সপ্তপাক (তওয়াফ) শুরু করুন।

সপ্তম তওয়াফের দোয়া

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَّيَقِيْنًا

হে আল্লাহ! তোমার কাছে থেকে চাই কায়েম

صَادِقًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا

ইমান, সাচচা একিন, কুশাদা রিজিক তোমার

ذَاكِرًا وَّكَسْبًا حَلَالًا طَيِّبًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّ

ভীতি-পূর্ণ অন্তর তোমার স্মরণে
লিপ্তজিভ, পাক হালাল

تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً

উপার্জন, সত্যিকার তওবা, মরণের আগে তওবা,
মরণকালে শান্তি ও

وَّرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ

মার্জন, মৃত্যুর পর রহমত, হিসেবের সময় রেহাই
বেহেশত লাভের সাফল্য

بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ

দোজখ থেকে নেজাত, তোমারই করুনায় হে শক্তিমান!
হে ক্ষমাশীল

Marfat.com

يَا غَفَّارُ ؕ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ؕ

হে প্রতিপালক আমার জ্ঞান বাড়িয়ে আমাকে নেকদের অন্তর্ভুক্ত কর।

রুকনে ইয়েমানী পর্য্যন্ত এই দুয়া শেষ করুন এবং এগুতে এগুতে নীচের দোয়া পড়ন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যান দাও দুনিয়া এবং আখেরাতে,

حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ؕ وَ اَدْخِلْنَا

বাঁচাও দোজখের আজাব থেকে এবং দাখিল কর বেহেশ্তে নেক বান্দা-

الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ یَا عَزِیْزُ یَا غَفَّارُ یَا

দের সাথে, হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল!

رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ

হে বিশ্বপালক!

Marfat.com

হজরে আস্ওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড় থাকলে দুরে থেকে কান পর্যান্ত হাত তুলে বলুন:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর)

এই বলতে বলতে হাত নামিয়ে নিন এবং এখন মুলতাজেমের কাছে দাঁড়িয়ে এই দুয়া পড়ুন:—(হজরে আস্ওয়াদ এবং খানায়ে কা'বার চৌকাটের মাঝ খানে যে স্থান তাকে মুলতাজেম বলে।)

মকামে মুলতাজেমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا

হে আল্লাহ হে প্রাচীন ঘরের রক্ষক। বাঁচাও আমাদের

وَرِقَابَ اٰبَآئِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَوْلَادِنَا

আমাদের বাপ দাদা, মা, ভাই বোন এবং সন্তানদের

Marfat.com

مِنَ النَّارِ ۞ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ

দোজখের আগুন থেকে। হে দয়াল! হে করুণাময়!

وَالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ وَالْاِحْسَانِ ۞ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ

হে কৃপাময়! হে মহান দাতা! হে আল্লাহ!

عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ

আমাদের সব কাজের পরিণামকে কর সুন্দর বাঁচাও

الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ

আমাদের দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের আজাব থেকে হে আল্লাহ!

وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ مُلْتَزِمٌ

আমি তোমার বন্দা, তোমার বান্দার সন্তান, দাঁড়িয়ে

بِاَعْتَابِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ

আছি তোমার ঘরের দরজায়। বুকে জড়িয়ে আছি তোমার ঘরের

Marfat.com

وَاَخْشٰى عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَا قَدِيْمَ

চৌকাঠে আকুল হয়ে কাঁধছি তোমার সামনে, আরজ করছি তোমার

الْاِحْسَانِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ

রহমতের, ভয় করছি দোজখের আজাবের হে চীর দয়াল; হে আল্লাহ!

ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَتُطَهِّرَ

তোমার কাছে প্রার্থনা—কবুল কর আমার এবাদত, নামিয়ে দাও

قَلْبِىْ وَتُنَوِّرَ لِىْ قَبْرِىْ وَتَغْفِرَ لِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ

আমার পাপের বোঝা ফসলাহ করে দাও আমার সব কাজকে, পবিত্র কর আমার অন্তরকে

الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ○

আলোকিত করে দাও আমার কবরকে, মাফ করে দাও আমার গুণাহকে মাগছি তোমার কাছ থেকে বেহেশতে উচু মর্য্যাদা, আমীন!

এই দোয়া শেষ করে মকামে ইবরাহীমে আসুন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ুন। তওয়াফের ওয়াজেব নামাজ বলে নিয়ত করিবেন এবং সালাম ফেরানোর পর নীচের দোয়া পড়ুন:—

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ

হে আল্লাহ! আমার অন্তর বাহির দু'ই তুমি জান, কাজেই আমার অনুশোচনা

مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَ

কবুল কর, তুমি জান আমার অভাব কাজেই পূরণ কর আমার প্রার্থনা

تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ ۝ اَللّٰهُمَّ

তুমি জান আমার মনের কথা কাজেই ক্ষমা কর আমার গুনাহ; হে

اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا

আল্লাহ, তোমার কাছে চাই ঈমান, যা অন্তরে গেথে থাকবে, চাই সাচ্চা

صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا

একিন যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল-মন্দ সব তোমারই

Marfat.com

كَتَبْتَ لِي وَرِضَاءً مِّنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِي

ইচ্ছেয় হচ্ছে. চাই পূর্ণ তুষ্টি তোমার দেওয়া কিসমতে

তুমি আমার বন্ধু

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط تَوَفَّنِي

দুনিয়া এবং আখেরাতে, মৃত্যু দিও আমাকে-মুসলিম হিসেবে, দাখিল

مُسْلِمًا وَّ أَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِيْنَ ○ أَللّٰهُمَّ لَا

কর আমাকে নেক বান্দাদের দলে; হে আল্লাহ,

تَدَعْ لَنَا فِي مَقَامِنَا هٰذَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ

আমার একটি গুণাহও যেন

এখানে ক্ষমার বাকী না থাকে

وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً إِلَّا قَضَيْتَهَا

সব মুসকিল আসান

করে দাও, সব হাজত

وَيَسَّرْتَهَا فَيَسِّرْ أُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا

পুরো করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও,
অন্তরকে খুলে দাও.

Marfat.com

وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاخْتِمْ بِالصّٰلِحٰتِ اَعْمَالَنَا ط

আলোকিত করে দাও, আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও; হে

اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ

আল্লাহ! মৃত্যু দিও মুসলমান হিসেবে, শামিল করো আমাকে নেক

غَيْرَ خَزَايَا وَّلَا مَفْتُوْنِيْنَ اٰمِيْنَ يَارَبَّ

বান্দাদের মধ্যে বিনা জিল্লতে এবং বিনা ফেতনায়, আমীন,

الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ

হে বিশ্বপালক! আল্লাহর রহমত হউক তার দোস্ত

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ط

মোহাম্মদের (দঃ) উপর এবং তার সব আল ও আসহাবের উপর।

এরপর জমজম শরীফে আসুন এবং কেবলা মুখো হয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তির সঙ্গে আবে জমজম পান করুন আর আলহামদুলিল্লাহ বলে এই দুয়া পড়ন:—

Marfat.com

دعا مانگیے :- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا

হে আল্লহ! তোমার কাছে চাচ্ছি আমি ফলপ্রদ

وَرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ ط

জ্ঞান, স্বচ্ছল জীবিকা আর সকল রোগ থেকে আরোগ্য।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানিররাহীম

'সাফা'র দুয়া

اَبْدَأُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ط اِنَّ الصَّفَا

যে জিনিষ দিয়ে শুরু করেছেন আল্লাহ আর আল্লাহর রসুল তাই দিয়ে আমিও শুরু করছি;

وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ط فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

প্রকৃত পক্ষে 'সাফা' আর 'মারওয়া' হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন; তাই যে আল্লাহর ঘরের হজ্ব করে

Marfat.com

أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

কিম্বা উমরা করে তার পক্ষে এগুলোর তওয়াফ করায় কোন গুনাহ নেই; এবং

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

যে স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করে, তা'হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা তা জানতে পারেন এবং তার মল্য দেন।

'সাফা' আর 'মারওয়ার' মধ্যে দৌড়ের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَسْعٰى مَا بَيْنَ الصَّفَا

হে আল্লাহ, আমি এরাদা করছি যে, সাফা আর মারওয়ার মধ্যে দৌড়ব

وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ سَعْىَ الْحَجِّ اَوِ

সাতবার, এই দৌড় হজ্বের জন্য হোক কিম্বা

الْعُمْرَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

উমরার জন্য, মহাণ ও মহা পরাক্রম আল্লাহতালার উদ্দেশ্যে, হে সারা জাহানের প্রতিপালক!

Marfat.com

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ط وَ

আল্লাহ অতি মহাণ আর সব সীমাহীণ প্রশংসা তারই প্রাপ্য;

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيْمِ

মহাণ আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করছি দয়াল খোদার প্রশংসা কীর্ত্তনের সাহায্যে

بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ط وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ

সন্ধ্যে ও সকালে; (হে মানব) রাতের কোন সময়ে উঠে তার সামনে শির নত কর,

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

আর রাত ভর তার পবিত্রতা বয়ান কর; আল্লাহ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই,

اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ

সে অদ্বিতীয়, (অতীতে) সে ওয়াদা পালন করেছে, তার বান্দা (মহাম্মদ সাঃ) কে সাহায্য

Marfat.com

وَحْدَهٗ لَاشَيْءُ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ يُحْيِي وَ

করেছে আর পরাজিত করেছে
কাফেরদের দলগুলোকে একাই; সে অনাদি, অনন্ত,

يُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ دَآئِمٌ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ

সেই জীবন দেয় এবং নেয়, সে চিরঞ্জীব অক্ষয়

الْخَيْرُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

অমর, সে কল্যানময়, ফিরে যেতে হবে তারই কাছে

قَدِيْرٌ ط رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ

(সবাইকে), আর সব কিছুর উপর তার ক্ষমতা
অপ্রতিহত।

وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اللّٰهُ تَعْلَمُ مَالَا نَعْلَمُ

হে প্রভু! ক্ষমা কর, দয়া কর, গুনাহ মাফ
কর, অনুগ্রহ কর, আর

اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ط رَبِّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

তুমি যা জান তা মার্জনা কর, হে আল্লাহ
তুমি সবই জান, যা আমরা জানিনা তাও জান,

Marfat.com

سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ فَرِحِيْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ

তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই, হে প্রভু, দোজখ থেকে আমাদের বাঁচাও,

مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ

নিরাপদ, সফলকাম, সানন্দ ও সহর্ষ রেখো তোমার নেক বান্দাদের সঙ্গে যারা পেয়েছে

اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

তোমার ইনাম অর্থাৎ বার্ত্তাবাহী, সত্যানুসারী, সত্যের

وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ

জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী আর অন্যান্য নেক বান্দাদের সঙ্গে; এরাই হচ্ছে উত্তম

رَفِيْقًا ۚ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

বন্ধু; এ ধন আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে; আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন কে এর

عَلِيْمًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَقًّا حَقًّا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

সত্যি করে বলছি উপাস্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই; নেই কোন উপাস্য

Marfat.com

اللّٰہُ تَعبُدَ اَوَّ رِقَّا٭ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَلَا نَعبُدُ

আল্লাহ ছাড়া বন্দেগী আর গোলামী পাবার যোগ্য;
(স্বীকার করছি) উপাস্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ

اِلَّآ اِیَّاہُ مُخلِصِینَ لَہُ الدِّینَ وَلَو کَرِہَ

নেই, আরাধনা করি শুধু তারই, সত্যিকার
আনুগত্য শুধু তারই জন্য

الکٰفِرُونَ ط لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الوَاحِدُ الاَحَدُ

যদিও কাফেররা তা পসন্দ করে না; উপাস্য
একমাত্র আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয়,

الفَردُ الصَّمَدُ الَّذِی لَم یَتَّخِذ صَاحِبَۃً وَّ

একক ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ যিনি (কাউকে) পত্নীও
বানাননি পুত্রও বানাননি, বিশ্ব পরিচালনায়

لَا وَلَدًا اَوَّ لَم یَکُن لَّہُ شَرِیکٌ فِی المُلکِ وَلَم

তার কোন শরীকদার নেই আর দুর্বলতাও নেই
যার জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে

یَکُن لَّہُ وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَکَبِّرہُ تَکبِیرًا اَللّٰھُمَّ

(হে শ্রোতা!) তুমিও তার মহত্ব ভালকরে বর্ণনা
কর; হে আল্লা, তোমার প্রেরীত কেতাবে তুনি

Marfat.com

إِنَّكَ قُلْتَ فِيْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ اُدْعُوْنِيْٓ

বলেছ, "আমাকে ডাক আমি সাড়া দেব,"

اَسْتَجِبْ لَكُمْ دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا كَمَا

আমরা তোমাকে ডাকছি, হে প্রভু, আমাদের গুণাহ মাফ কর, তুমি যে ওয়াদা করেছ,

وَعَدْتَّنَا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ط رَبَّنَآ

আর তুমিত ওয়াদা খেলাফী করোনা; হে পরওয়ারদিগার, আমরা শুনেছি একজন

اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ

ঘোষনাকারীকে ঈমানের দাওত দিয়ে বলেছেন, "তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন"

اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ط رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا

তাই আমরা ঈমান এনেছি; হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহ মাফ কর, সব অন্যায়

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ط رَبَّنَا

অনাচার আমাদের দূর করে দাও আর আমাদের মরণ দাও সৎ-লোকদের সঙ্গে; আর তাই দাও আমাদের

Marfat.com

وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ

যার ওয়াদা করেছ তুমি তার রসুলদের কাছে,
আর রুসওয়া করোনা আমাদের

الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ط رَبَّنَا

কিয়ামতের দিনে; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ
করনা; হে আমাদের প্রতিপালক,

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ط

ভরসা করেছি শুধু তোমারই উপর আর এসেছি
তোমারই কাছে এবং তোমার কাছেই

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا

ফিরে যেতে হবে; হে প্রভু, ক্ষমা কর আমাদের
আর আমাদের ভাইদের যারা ঈমানের

بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ

ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্ত্তী, বিদ্বেষ দিওনা
আমাদের অন্তরে

اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ط رَبَّنَا

তাদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, হে প্রভু,
তুমি সত্যি বড় দয়ালু, করুণাময়;

Marfat.com

أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

হে প্রভু, আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ কর আর ক্ষমা কর আমাদের, নিশ্চয় তুমি

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ

সব করতে পার; হে দয়াল, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সব রকম কল্যান,

عَاجِلَهُ وَاٰجِلَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

যা আশু তাও, যা গৌণ তাও; আশ্রয় চাচ্ছি তোমার

عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَ

সব রকম অকল্যান থেকে, তা আশু হোক কিম্বা গৌণ; মার্জনা চাচ্ছি

اَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ ط اَللّٰهُمَّ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

আমার গুনাহের আর ভিক্ষা মাগছি তোমার রহমতের; হে আল্লাহ,

وَّلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ

হে প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, বিভ্রান্ত করোনা আমার অন্তরকে

Marfat.com

مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

সত্য পথ দেখানোর পর, দান কর আমাকে তোমার খাস রহমত,

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ

নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা; হে আল্লাহ, সংশীল কর আমার কান

اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ

আর চোখকে, উপাস্য তুমি ছাড়া আর কেউ নেই; হে আল্লাহ, সত্যি আমি

الْقَبْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ

আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে কবরের আজাব থেকে; উপাস্য তুমি ছাড়া কেউ নেই,

مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ

পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার, নিশ্চয়ই আমি ছিলাম অন্যতম পাপিষ্ঠ।

الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ۚ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِرِضَاكَ مِنْ

হে আল্লাহ, তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি কুফর আর দারিদ্র থেকে;

Marfat.com

سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ

হে আল্লাহ, আশ্রয় চাচ্ছি তোমার তুষ্টির তোমার কোপ থেকে,

أَعُوذُبِكَ مِنْكَ لَآ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ

তোমার বখশিশের তোমার শাস্তি থেকে; আর তোমার থেকে তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি;

أَنْتَ كَمَآ أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ

কুলিয়ে উঠতে পারিনা তোমার প্রশংসা করে তুমি তেমনি যেমনটি

حَتّٰى تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ إِنِّىٓ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

তুমি নিজে বর্ণনা করেছ, সব প্রশংসাই তোমার যতক্ষণ না তুমি খুশী হও

تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ

হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাচ্ছি তোমার জানা সব জিনিষের ভাল, আর পানাহ চাচ্ছি তোমার

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ

জানা সব জিনিষের মন্দ থেকে; তুমি অন্তর্যামী; নেই কোন উপাস্য, আল্লাহ ছাড়া যিনি সবার রাজা

Marfat.com

الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ط مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الصَّادِقُ

সত্য, সুপ্রকাশ; মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল

الْوَعْدِ الْاَمِيْنُ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ كَمَا

প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, বিশ্বাসী; হে আল্লাহ,
তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে

هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّيْ حَتّٰى

ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছ, তেমনি আমার
থেকে তা ছিনিয়ে নিওনা,

تَتَوَفَّانِيْ عَلَيْهِ وَاَنَا مُسْلِمٌ ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ

মরণ পর্যন্ত আর মরণ যেন হয় আমার মুসলিম
হিসেবে; হে আল্লাহ,

فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ

আলো দাও আমার অন্তরে, শ্রবণে আর

نُوْرًا ط اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ

দৃষ্টিতে; হে আল্লাহ, উন্মুক্ত করে দাও আমার বক্ষ,

Marfat.com

أَمْرِيْ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ

সহজ করে দাও আমার কাজকে আর পানাহ চাচ্ছি তোমার মনের বুকার

وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ط اَللّٰهُمَّ

অনিষ্ট থেকে, বিষয় কর্ম্মের পেরেশানী থেকে আর কবরের ফিতনা থেকে;

اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَ

হে আল্লাহ, তোমার পানাহ চাচ্ছি সেসব জিনিষের অনিষ্টকারিতা থেকে

مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا

যা রাত্রে আসে আর যা দিনে আসে,

تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

এবং যা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে আসে, হে শ্রেষ্ঠতম দয়াল;

سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا

আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার উপযুক্ত বন্দেগী করতে পারিনি, হে খোদা;

Marfat.com

اَللّٰهُ ط سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا اَللّٰهُ

তুমি পাক পবিত্র, স্মরণ করিনি তোমাকে তেমন করে ঠিক যেমন করে করা উচিত,

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا اَللّٰهُ ط

হে আল্লা; তুমি পাক-পবিত্র, তোমার শুকর আদায় তেমন করে করিনি যেমনটি করা উচিত

سُبْحَانَكَ مَا قَصَدْنَاكَ حَقَّ قَصْدِكَ يَا اَللّٰهُ ط

হে আল্লাহ; তুমি পাক-পবিত্র, তোমাকে চাওয়ার মত চাইনি

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ

হে আল্লাহ; আয় খোদা, ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও আর

قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ

আমাদের অন্তরে একে শোভিত করে দাও এবং আমাদের কাছে ঘৃণ্য করে দাও কুফরকে,

وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ط

দুষ্কৃতি আর অবাধ্যতাকে এবং আমাদের শামিল কর তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে;

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ قِنَا عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ط

হে আল্লাহ, বাঁচাও আমাদের তোমার আজাব
থেকে সেই দিন যেদিন তুমি আবার উঠাবে

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِيْ بِالتَّقْوٰى

তোমার বান্দাদের; হে আল্লাহ, দেখাও আমাকে
সরল পথ, নিষ্পাপ কর আমাকে

وَاغْفِرْ لِيْ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ط اَللّٰهُمَّ

তাকওয়ার সাহায্যে, আমার মাগফেরাত কর
দুনিয়া আর আখেরাতে;

ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ

হে আল্লাহ, ছড়িয়ে দাও আমাদের উপর তোমার
বরকত, রহমত,

وَرِزْقِكَ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ النَّعِيْمَ

ফজল আর রিজিক; হে আল্লাহ, তোমার

الْمُقِيْمَ الَّذِيْ لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ اَبَدًا ط

কাছে চাচ্ছি সেই নেমত যা স্থায়ী হবে এবং
হাত ছাড়া কিম্বা বিনাশ হবে না

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَآ اَعْطَیْتَنَا

কখনো; হে আল্লাহ, তোমার আশ্রয় চাচ্ছি তোমারই দান করা জিনিষের অনিষ্ট থেকে; হে আল্লাহ,

وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا ط اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ

আমাদের মৃত্যু দাও মুসলিম হিসেবে আর তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে আমাদের শামিল কর

وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِیْنَ غَیْرَ خَزَایَا وَلَا مَفْتُوْنِیْنَ ط

বিনা অপমানে এবং বিনা আপদে; হে প্রভু (পথ চলা আমাদের) সহজ কর, কঠিন করোনা;

رَبِّ یَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ ط رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَیْرِ ط

হে প্রভু সমাপ্তি শুভ কর; নিশ্চয়ই সাফা আর মারওয়া আল্লাহর নিদর্শণ; তাই যে খানা-ই-

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ط

কাবার হজ্ব করে কিম্বা উমরা করে তার পক্ষে

فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ

এই নিদর্শণ দু'টির তওয়াফ করায় কোন দোষ

Marfat.com

أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ

নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই

اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ط

আল্লাহ তা জানতে পারেন এবং কদর করেন

মদিনা মুনাওয়ারা জিয়ারতের ফজিলত

হাদিস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি হজ্ব করে হজরত রসুলে করিমের পবিত্র রওজা জিয়ারত করেনি, সে রসুলে করিমের উপর জুলুম করেছে।

মদিনা সফরের মহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসুলুল্লার ওফাতের পর যে তাঁর রওজা মুবারক জিয়ারত করেছে সে যেন রসুলুল্লাহকে জীবদ্দশায় দর্শন করেছে।

নবী করিমের মাজার আর মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যে যে অংশের নাম রিয়া'জুল জান্নাত' তা নফল নামাজ, তেলাওতে কোরানে পাক, দরুদ শরীফ এবং অন্যান্য ওজিফা পড়ার পক্ষে খুবই মূল্যবান।

Marfat.com

মেহরাবে নববীতে নফল নামাজ পড়ার উত্তম সময় হচ্ছে ভোরের নামাজের ২।৩ ঘন্টা পরে।

মদিনা সরিফে অবস্থানকালে রওয়জা শরীফে বসে বেশী করে দরুদ শরীফ পড়া অত্যন্ত সওয়াব ও বরকতের কাজ। মদিনা মুনাওয়ারায় থাকা কালে সম্ভব মত প্রতিদিন ইশরাকের পর ঘর থেকে ওজু করে মসজিদে কোবায় যেয়ে নফল নামাজ পড়ায় উমরার সওয়াব পাওয়া যায়।

রসুলে আকরাম (দঃ) বলেছেন, ''যে ব্যক্তি আমার মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) চল্লিশ রাকাত নামাজ আদায় করেছে আর কোন নামাজ কাজা করেনি, সে নেফাক আর দোজখের আজাব থেকে নাজাত পাবে''।

রসুলে আকরাম (দঃ) বলেছেন, ''মসজিদে আক্‌সা আর আমার মসজিদ এই দুই জাগায় নামাজের সওয়াব পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান।

Marfat.com

মদিনা মুনাওয়ারা জিয়ারতের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

হে আল্লাহ তুমি শান্তি, তোমার কাছ থেকে শান্তি আসে

وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا

আর তোমার কাছেই ফিরে যায়, কাজেই আমাকে বাঁচিয়ে রাখ,

بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ ط

হে খোদা, শান্তি দিয়ে আর দাখিল কর আমাকে (মৃত্যুর পর) তোমার

Marfat.com

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ

শান্তির মুল্লুকে; তুমি বরকত ওয়ালা, হে প্রভু,
তুমি মহান.

وَالْإِكْرَامِ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

হে মহামান্য, মহানুভব! হে প্রতিপালক, দাখিল
(কর আমাকে মদিনায়)

وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ

কল্যানের সঙ্গে এবং বের কর (সেখানে থেকে)
কল্যানের সঙ্গে আর দাও আমাকে

لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ

তোমার নিজস্ব কৃপায় প্রাধান্য যা দীন-দুনিয়ায়
হবে আমার সহায়ক; (তুমি তোমার দোস্তকে হুকুম

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۝ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

দিয়েছ যে,) বল, সত্য এসেছে অসত্যের লয়
হয়েছে; নিশ্চয়ই, অসত্যের লয় অবস্যাম্ভাবী;

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ

এবং কোরানের আয়াত যা নাজেল করছি
তা'হচেছ মহৌষধ ও রহমত

Marfat.com

لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا

মোমেনদের জন্য এবং অনাচারীদের জন্য এতে কেবল ক্ষতির মাত্রাই

خَسَارًا ط

বাড়ে।

নবিয়ে করিমের পবিত্র রওজায় হাজির হলে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার পর দু' রাকাত নফল নামাজ, পড়বে। জায়গা পেলে 'রিয়াজুল জান্নাতে' এই নফল নামাজ আদায় করবে আর নামাজের পর এই দুয়া পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهٖ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ

হে আল্লাহ, এ হচ্ছে বেহেস্তের একটি কানন,

الْجَنَّةِ شَرَّفْتَهَا وَكَرَّمْتَهَا وَمَجَّدْتَهَا

তুমি একে মর্যাদা দিয়েছ সম্মান দিয়েছ আর মহান মানিয়েছ

Marfat.com

وَعَظَّمْتَهَا وَنَوَّرْتَهَا بِنُوْرِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ

এবং একে মহাত্ম্য দিয়েছ আর আলোকিত

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

করেছ তোমার নবী ও বন্ধু মোহাম্মদ (দঃ) এর নূর দিয়ে,

اَللّٰهُمَّ كَمَا بَلَّغْتَنَا فِى الدُّنْيَا زِيَارَتَهٗ

হে আল্লাহ দুনিয়ায় যেমন আমাদের নসিব

وَمَاثِرَهُ الشَّرِيْفَةَ فَلَا تَحْرِمْنَا يَا اَللّٰهُ

করেছ তাঁর ও তাঁর পবিত্র নিদর্শনের জিয়ারত,

فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ فَضْلِ شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ

তেমনি বঞ্চিত করোনা আমাদের হে আল্লাহ, আখেরাতে তোমার নবী

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ

মোহাম্মদের (দঃ) শাফা'তের করুনা থেকে, আমাদের

Marfat.com

وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَتَحْتَ لِوَائِهٖ وَ

সমাবেশ করো। (কেয়ামতের দিনে) তাঁরই দলে আর তাঁরই পতাকার তলে,

اَمِتْنَا عَلٰى مَحَبَّتِهٖ وَسُنَّتِهٖ وَاَسْقِنَا

মরণ দিও আমাদের তাঁর মহব্বত ও তাঁর তরিকার উপর।

مِنْ حَوْضِهِ الْمَوْرُوْدِ بِيَدِهِ الشَّرِيْفَةِ

পান করাও আমাদের তাঁর পবিত্র হাতে সেই হাউজের পানি যেখানে তিনি নিজে উপস্থিত

شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَا نَظْمَاءُ بَعْدَهَا

থাকবেন, সুস্বাদু এক ঢোক, যার পরে আর পিপাসা হবেনা কখনো,

اَبَدًا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ط

নিশ্চয়ই তুমি সব করতে পার।

হজরতের খেদমতে আমি হাজির আর আমার আবেদন তিনি নিজে শুনছেন, এই ধারণা নিয়ে পূর্ণ আদবের সঙ্গে চাপা আওয়াজে দরুদ আর সালাম

Marfat.com

আরজ করবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ السَّيِّدُ

শান্তি (হোক) তোমার উপর হে নবী, মহামান্য সরদার,

الْكَرِيْمُ وَالرَّسُوْلُ الْعَظِيْمُ الرَّؤُفُ

মহান রসুল, দয়ালু, দাতা, আল্লাহর

الرَّحِيْمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلصَّلٰوةُ

রহমত হোক আর বরকত হোক, দরুদ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ

আর সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সরদার, আমাদের নবী, আমাদের বন্ধু,

حَبِيْبَنَا وَقُرَّةَ اَعْيُنِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

আমাদের চোখের শান্তি, হে আল্লাহর

Marfat.com

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہِ

রসুল, দরুদ আর সালাম তোমার উপর, হে আল্লাহর নবী,

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہِ

দরুদ আর সালাম তোমার উপর, হে আল্লাহর বন্ধু,

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا جَمَال

দরুদ আর সালাম 'তোমার উপর, হে আল্লাহর রাজ্য শোভা !

مُلْکِ اللّٰہِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا

দরুদ আর সালাম তোমার উপর,

نُوْرِ عَرْشِ اللّٰہِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ

হে আল্লাহর আরশের রওশনী দরুদ আর সালাম তোমার উপর,

یَا خَیْرَ خَلْقِ اللّٰہِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ

হে খোদার সৃষ্টির শেরা, দরুদ আর

Marfat.com

يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِيْنَ عِنْدَ اللهِ۔ اَلصَّلٰوةُ

সালাম তোমার উপর, হে পাপীদের শাফাতকারী

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللهُ

আল্লাহর কাছে, দরুদ আর সালাম তোমার উপর,

تَعَالٰى رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَقَدْ قَالَ اللهُ

হে সেই ব্যক্তি যাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ সারা
জাহানের রহমত করে।

تَعَالٰى فِىْ حَقِّكَ الْعَظِيْمِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ

আর আল্লাহ তা'লা তোমার মহান মর্য্যাদা সম্পর্কে
বলেছেন :

ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا

যদি ওরা নিজেদের উপর জুলুম করার পর
তোমার কাছে আসতো

اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ

আর আল্লাহর কাছে নিজেদের পাপের জন্য
ক্ষমা ভিক্ষা করতো এবং রসুল ও তাদের জন্য
ক্ষমা প্রার্থনা করতেন

Marfat.com

تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٭ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

তা'হলে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের মার্জনা করতেন এবং দয়া করতেন; দরূদ

يَا سَيِّدِيْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

আর সালাম (হোক) তোমার উপর, হে আমাদের সরদার মোহাম্মদ (দঃ) যিনি

بْنِ هَاشِمٍ يَا طٰهٰ يَا يٰسٓ يَا بَشِيْرُ يَا سِرَاجُ

আবদুল্লাহর পুত্র, আবদুল মত্তালিবের পৌত্র হাশেমের বংশধর, হে তা'হা

يَا مُنِيْرُ يَا مُقَدَّمَ جَيْشِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

হে ইয়াসীন, হে সুসমাচার দাতা, হে বিশ্ব রবি, হে দুনিয়ার আলো

وَهَا اَنَا يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جِئْتُكَ

হে নবী ও রসুল বাহিনীর অধিনায়ক;

هَارِبًا مِّنْ ذَنْبِيْ وَمِنْ عَمَلِيْ وَمُسْتَشْفِعًا

এখানে আমি হাজির, হে আমার সরদার হে আল্লাহর রসুল,

Marfat.com

وَمُسْتَجِيْرًا بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فَاشْفَعْ لِىْ يَا

পালিয়ে এসেছি গুনাহ আর দুষকর্ম থেকে

شَفِيْعَ الْاُمَّةِ يَا كَاشِفَ الْغُمَّةِ يَا

তোমার সাফাত প্রার্থী, তোমার সাহায্য প্রার্থী
হয়ে আল্লাহর দরবারে;

سِرَاجَ الظُّلْمَةِ اَجِرْنِىْ بِهٖ يَا اَللّٰهُ مِنَ

আমার জন্য শাফাত কর, হে উম্মতের শাফাতকারী

النَّارِ يَا نَبِىَّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

হে তাপহারী, হে আঁধারের প্রদীপ, নাজাত দাও
আমাকে দোজখ থেকে

اَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ وَقَصَدْنَاكَ رَاغِبِيْنَ وَ

তার ওসিলায়, হে আল্লাহ; হে দয়াল নবী,

عَلٰى بَابِكَ الْعَالِىْ وَاقِفِيْنَ وَبِحَقِّكَ عَارِفِيْنَ

হে আল্লাহর রসুল, এসেছি আমরা তোমার
দর্শন উদ্দেশ্যে.

Marfat.com

فَلَا تَرُدَّنَا خَائِبِيْنَ وَلَا عَنْ بَابِ شَفَاعَتِكَ

খাহিশমন্দ তোমার জিয়ারতের আর দাঁড়িয়ে আছি
তোমার সুমহান দ্বারে,

مَحْرُوْمِيْنَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ

চিনতে পেরেছি তোমার হক আমাদের উপর
কাজেই ফিরাইওনা আমাদের ব্যর্থ মনোরথ

أَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَسْئَلُ اللهَ تَعَالٰى

করে তোমার শাফাতের দরজা থেকে
বঞ্চিত করে, হে আমার সরদার, হে আল্লাহর

لَكَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ

রসুল, চাচ্ছি তোমার কাছে শাফা'ত আর আল্লাহর
কাছে চাচ্ছি তোমার জন্য মধ্যস্থের মর্য্যাদা,

الرَّفِيْعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَالْحَوْضَ

ফজিলত, সমুন্নত ও প্রশংসিত আসন,

الْمَوْرُوْدَ وَالشَّفَاعَةَ الْعُظْمٰى فِى الْيَوْمِ

আর হাউজে কাওসার যেখানে তোমার
উম্মত তৃষ্ণা মেটাতে নামবে এবং মহান শাফাতের

Marfat.com

المشهود (شعر)

হে সর্বকালের সমাধিস্থদের সেরা!

يا خير من دفنت في الترب أعظمه

সুরভিত যার সৌরভে বিশ্ব সারা,

فطاب من طيبهن القاع والأكم

প্রাণ আমার উৎসর্গ করবো তোমার

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

নিষকলুশতা, বদান্যতা আর করুনার আধার।

فيه العفاف وفيه الجود والكرم

বন্ধু তুমি, হে আল্লাহর সুহৃদ, তুমি

أنت الحبيب يا حبيب الله أنت الشفيع يا شفيع

শাফাতকারী, হে আল্লাহ দরবারের শাফী, তোমার
শাফা'তই সেখানে কবুল হবে, তোমার

Marfat.com

اللهِ اَنْتَ الْمُشَفَّعُ اَنْتَ الَّذِىْ تُرْجٰى

শাফা'তই সবে কামনা করবে পুল সেরাতে
যখন পা কাঁপবে, সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই

شَفَاعَتُكَ عِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا مَازَلَّتِ الْقَدَمُ

তুমি, হে আল্লাহর রসুল, আল্লাহর বার্ত্তা পৌচি-
য়েছ (তার বন্দাদের কাছে) এবং

اَشْهَدُ اَنَّكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَلَّغْتَ

অর্পিত আমানত আদায় করেছ আর উম্মতের
পূর্ণ কল্যানের ব্যবস্থা করেছ,

الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ

কুফরের আঁধার দূর করেছ, অসত্যের আঁধার
কাটিয়ে দিয়েছ,

الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ وَجَلَيْتَ الظُّلْمَةَ

আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছ সত্যিকারভাবে

وَجَاهَدْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ وَ

আল্লাহর বন্দেগী করেছ মরণ দিবস পর্যান্ত
আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিক

Marfat.com

عَبَدْتُ رَبَّكَ حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ

আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা আর

جَزَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنَّا وَعَنْ وَّالِدِيْنَا

মিল্লাতে ইসলামের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান;

وَعَنِ الْاِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَنَسْئَلُكَ

আবার তোমার কাছ থেকে শাফাত' চাচ্ছি—

الشَّفَاعَةَ اَنْ تَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ

শাফা'ত করো আমার জন্য আল্লাহর কাছে আমলনামা দেয়ার দিনে,

الْعَرْضِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ

কঠিন ভীতির দিনে সেদিন মাল-আওলাদ কিছুই কাজে আসবে না,

مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ

কিন্তু কাজে কাসবে শুধু পাক-সাফ দিল,

Marfat.com

سَلِيْمِ اِشْفَعْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِجِيْرَانِنَا

শাফা'ত করো আমার জন্য আমার পিতা-মাতা আর প্রতিবেশীদের জন্য,

وَلِمَشَائِخِنَا وَلِاَسَاتِذَتِنَا وَلِمَنْ اَوْصَانَا

আমাদের গুরুজন ও ওস্তাদের জন্য আর তাদের জন্য যারা আমাদের উপদেশ দিয়েছে

وَقَلَّدَنَا عِنْدَكَ بِدُعَاءِ الْخَيْرِ عِنْدَ الزِّيَارَةِ

এবং আমাদের বাধ্য করেছে তোমার জিয়ারতের সময় দুয়ায়ে খয়ের করতে;

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سُلْطَانَ

দরুদ আর সালাম তোমার উপর, হে বাদশাহ

الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

নবী আর রসুলদের , তোমার উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর রহমত আর বরকত।

এরপর হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)র পবিত্র মাজার জিয়ারত করে বলবেঃ--

Marfat.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ

তোমার উপর সালাম হে আমাদের সরদার আবুবকর সিদ্দীক,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

তোমার উপর সালাম হে আল্লাহর রসুলের খলিফা (প্রতিনিধি) বরহক্ক;

عَلَى التَّحْقِيْقِ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ

সালাম তোমার উপর হে আল্লাহর রসুলের

رَسُوْلِ اللّٰهِ ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ -

সাথী, পর্বতগুহার সঙ্গী,

সালাম তোমার উপর যে সব ধন বিলিয়ে দিয়েছিলে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ اَنْفَقَ مَالَهٗ كُلَّهٗ

আল্লাহ আর তার রসুলের মহব্বতে একটি মাত্র জুব্বাবাদে,

فِىْ حُبِّ اللّٰهِ وَحُبِّ رَسُوْلِهٖ حَتّٰى تَخَلَّلَ

বাজী হল আল্লাহ তা'লা তোমার উপর, খুশী

Marfat.com

بِالْعَبَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَارْضَاكَ

করলে তোমাকে চমৎকারভাবে, করে দিলে বেহেশ্‌তকে তোমার গন্তব্যস্থান

اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَ

তোমার আবাস, তোমার থাকবার জায়গা, তোমার আশ্রয়;

مَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَاوَاكَ اَلسَّلَامُ

সালাম তোমার উপর হে প্রথম খলিফা, আলেমদের শিরোমনি,

عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ الْخُلَفَاءِ وَتَاجَ الْعُلَمَاءِ

রসুলে খোদার শ্বশুর, (তোমার উপর বর্ষিত

وَصِهْرَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

হোক) আল্লাহর রহমত আর বরকত।

এরপর হজরত উমর ইবনেল খাত্তাব (রাঃ)র পবিত্র মাজার জিয়ারত করে বলবেঃ-—

Marfat.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ۔ اَلسَّلَامُ

সালাম তোমার উপর হে খাত্তাবের পুত্র উমর.

عَلَيْكَ يَا نَاطِقًا بِالْعَدْلِ وَالصَّوَابِ اَلسَّلَامُ

সালাম তোমার উপর, হে ন্যায় বিচারক আর সত্যপরায়ন,

عَلَيْكَ يَا حَقِّيَ الْمِحْرَابِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

সালাম তোমার উপর, হে মেহরাবে মসজিদে নববীর দিকে অধিক গমণকারী

يَا مُظْهِرَ دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

সালাম তোমার উপর, হে ইসলাম ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকারী

يَا مُكَسِّرَ الْاَصْنَامِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا

সালাম তোমার উপর হে প্রতিমা ভঙ্গকারী.

الْفُقَرَاءِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْاَرَامِلِ وَالْاَيْتَامِ ۔

সালাম তোমার উপর, হে কাঙ্গাল, অসহায়,

Marfat.com

أَنْتَ الَّذِى قَالَ فِى حَقِّكَ سَيِّدُ الْبَشَرِ

এতিম আর বিধবাদের রক্ষক, তুমিই সে লোক

لَوْ كَانَ نَبِىٌّ مِنْ بَعْدِى لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

যার সম্বন্ধে মানব-মুকুট (দঃ) বলেছেন আমার পরে যদি নবী হতো,

رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ

তা'হলে সে হতো খাত্তাবের পুত্র উমর, খোদা রাজী হয়েছে

الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ

তোমার উপর আর তোমাকে খুশী করেছে চমৎকারভাবে

وَمَحَلَّكَ وَمَاوَاكَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

জান্নাতকে করেছে তোমার গন্তব্যস্থল, তোমার আবাস, তোমার ঠিকানা, তোমার আশ্রয়,

ثَانِىَ الْخُلَفَاءِ وَتَاجَ الْعُلَمَاءِ وَصِهْرَ النَّبِىِّ

সালাম তোমার উপর, হে দ্বিতীয় খলিফা, আলেমদের শিরোমনি, রসুলে খোদার শ্বশুর,

Marfat.com

الْمُصْطَفٰى وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ -

বর্ষিত হোক তোমার উপর) আল্লাহর রহমত আর বরকত।

আবার হজরত আবুবকর ছিদ্দীক আর হজরত উমর ফারুকের মাজারদ্বয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে:-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

সালাম তোমাদের উপর, হে রসুলুল্লাহল ওজীরদ্বয়,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا مُعِيْنَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ -

সালাম তোমাদের উপর, হে রসুলুল্লাহর সহায়তাকারীদ্বয়,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

তোমাদের উপর সালাম হোক, আর আল্লাহর রহমত ও বরকত (নাজেল হোক)।

অতঃপর আল্লাহ তা'লার ফেরেশ্তাদের উপর সালাম ভেজে বলবে:—

Marfat.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا جِبْرَائِيْلَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সরদার জিবরাইল,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا مِيْكَائِيْلَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সরদার মিকাইল,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا اِسْرَافِيْلَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সরদার ইসরাফীল,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عِزْرَائِيْلَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সরদার আজরাইল,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللّٰهِ الْمُقَرَّبِيْنَ

সালাম তোমাদের উপর, হে আল্লাহর প্রিয় ফেরেশতারা,

مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ كَآفَّةً

যারা আসমানে আছ আর দুনিয়ায় আছ সবার উপর

Marfat.com

عَامَّةً اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

আর প্রত্যেকের উপর সালাম আর আল্লাহর রহমত ও বরকত (নাজেল হোক)।

এরপর কেবলার দিকে মুখ করে এই দুয়া পড়বে:--

اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ يَارَجَاءَ السَّائِلِيْنَ

হে আল্লাহ, হে সব জাহানের প্রতিপালক, প্রর্থনা-কারীদের আশাস্থল,

وَاَمَانَ الْخَائِفِيْنَ وَحِرْزَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ يَا

ভয়ার্ত্তদের নিরাপত্তা আর ভরসাকারীদের আশ্রয়,

حَنَّانُ يَامَنَّانُ يَادَيَّانُ يَاسُلْطَانُ يَا

হে মেহেরবান, হে অনুগ্রাহক, হে পূর্ণ প্রতিদান-কারী, হে ক্ষমতাবান,

سُبْحَانُ يَاقَدِيْمَ الْاِحْسَانِ يَاسَامِعَ

হে পবিত্র, হে সর্বকালের অনুগ্রহকারী, হে প্রার্থনা শ্রবনকারী,

Marfat.com

الدُّعَاءِ اِسْمَعْ دُعَاءَنَا وَتَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا

শুন আমাদের দুয়া, কবুল কর আমাদের জিয়ারত,

وَاٰمِنْ خَوْفَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا وَاغْفِرْ ذُنُوْبَنَا

দূর কর আমাদের ভয়, ঢেকে দাও আমাদের সব দোষ, মার্জনা কর

وَارْحَمْ اَمْوَاتَنَا وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِنَا وَكَفِّرْ

আমাদের গুনাহ, রহম কর আমাদের মৃতদের উপর, কবুল কর আমাদের সৎকাজ,

سَيِّئَاتِنَا وَاجْعَلْنَا يَا اَللّٰهُ عِنْدَكَ مِنَ

মুছে দাও আমাদের পাপ, আর শামিল কর

الْعَائِذِيْنَ الْفَائِزِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ الْمَجْبُوْرِيْنَ

আশ্রয় লাভ করে, সফলকাম হয়, শুকরগুজার

مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

আমাদের তাদের মধ্যে যারা তোমার কাছে

Marfat.com

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ط يَارَبَّ

আর অনুগত, যাদের ভয় বা ভাবনা
থাকবেনা, তোমার দয়ার সাহায্যে!

الْعٰلَمِيْنَ ط

হে শ্রেষ্ঠতম দয়াল, হে বিশ্বপালক!

অত:পর নবী করিমের সেরানার দিকে ফিরে গিয়ে এই আয়াতগুলো পড়বে:-

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ

নিশ্চিত এসেছে তোমাদের কাছে একজন রসুল
তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে,

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

যে তোমাদের কষ্টে ব্যাথা পায়, তোমাদের
কল্যানের আকাখী, মোমেনদের প্রতি

رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ

দয়াদ্র, মেহেরবান, তবু যদি (কাফেররা)
উপেক্ষা করে, তা হলে হে রসুল তুমি বলে দাও,
আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট.

Marfat.com

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
সে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তারই উপর
আমি ভরসা করেছি, সেই মহান আরশের
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ
মালিক, নিশ্চয় আল্লাহ আর তার ফেরেশতারা
يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
রহমত ভেজে নবীর উপর, হে মোমেনগণ,
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ
তোমরাও, তার উপর দরুদ আর সালাম ভেজ,
হে আল্লাহ, তুমি তার উপর দরুদ, সালাম
وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ
আর বরকত নাজেল কর; হে আল্লাহ, তোমার
কাছে প্রার্থনা
اَنْ تَرْزُقَنِىْ اِيْمَانًا كَامِلًا ثَابِتًا تُبَاشِرُ بِهٖ
আমাকে ঈমান কামেল দাও, যা হবে স্থায়ী
আর যার ফলে তুমি আমার অন্তরে স্থান পাবে,

Marfat.com

قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا

আমাকে সাচ্চা একিন দাও যেন বুঝতে পারি যে, শুধু

يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَعِلْمًا نَافِعًا وَّ

তাই আমি পাব যা তুমি আমার ভাগ্যে লিখেছ, আর দাও আমাকে ফলপ্রসূ জ্ঞান,

قَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّوَلَدًا صَالِحًا

ভীত অন্তর, তোমাকে স্মরণকারী -জিব, নেক সন্তান,

وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّحَلَالًا طَيِّبًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا

পর্য্যাপ্ত রিজিক, হালাল আর পাক, আর (তওফিক) সত্যিকার তওবার,

وَّصَبْرًا جَمِيْلًا وَّاَجْرًا عَظِيْمًا وَّعَمَلًا صَالِحًا

উত্তম ধৈর্য্য, বিপুল সওয়াব, নেক আমল

مَّقْبُوْلًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا نُوْرَ النُّوْرِ يَا

যা মকবুল হবে, আর ব্যবসা যাতে ক্ষতি নেই।

Marfat.com

عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ

হে আলোর আলো, হে অন্তর্যামী, বের কর

مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

আমাকে আর সব মুসলমানকে আঁধার থেকে

وَتَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ

আলোর দিকে দুনিয়া আর আখেরাতে, আমাকে
মরণ দাও মুসলিম হিসেবে,

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَبَّ

আমাকে নেক বান্দাদের সঙ্গে শামিল কর তোমার
(খাস) রহমতে, হে শ্রেষ্ঠতম দয়াল

الْعٰلَمِيْنَ ط

হে বিশ্ব পালক!

আবার কেবলামুখী হয়ে এই দুয়া পড়বে :—

Marfat.com

اللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا فِيْ مَقَامِنَا هٰذَا الشَّرِيْفِ

ইয়া আল্লাহ, এই পবিত্র স্থানে

بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ

আমাদের সরদার আল্লাহর রসুলের সামনে

وَلَا هَمًّا يَا اَللّٰهُ اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا عَيْبًا يَا اَللّٰهُ

একটি গুনাহও এমন ছেড়না যা তুমি মাফ করনি,

اِلَّا سَتَرْتَهٗ وَلَا مَرِيْضًا يَا اَللّٰهُ اِلَّا شَفَيْتَهٗ

একটি শোক এমন ছেড়না যা তুমি দূর করনি,

وَعَافَيْتَهٗ وَلَا مُسَافِرًا يَا اَللّٰهُ اِلَّا نَجَّيْتَهٗ وَ

কোন দোষ, হে আল্লাহ, না ঢেকে ছেড়না,
কোন রোগীকে সুস্থ না করে আরাম না দিয়ে,

لَا غَائِبًا يَا اَللّٰهُ اِلَّا رَدَدْتَهٗ وَلَا عَدُوًّا يَا

কোন মুসাফিরকে তার কষ্ট দূর না করে, কোন
পথভ্রষ্টকে ঘরে না ফিরিয়ে ছেড়না,

Marfat.com

اَللّٰهُ اِلَّا خَذَلْتَهٗ وَدَمَّرْتَهٗ وَلَا فَقِيْرًا يَا اَللّٰهُ

কোন শত্রুকে, হে আল্লাহ, অপমানিত ও ধ্বংস না করে,

اِلَّا اَغْنَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً يَا اَللّٰهُ مِنْ حَوَائِجِ

কোন গরীবকে ধনী না করে,

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَنَا فِيْهَا صَلَاحٌ اِلَّا قَضَيْتَهَا

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যানকর কোন প্রয়োজনকে

وَيَسَّرْتَهَا - اَللّٰهُمَّ اقْضِ حَوَائِجَنَا وَيَسِّرْ

পূরণ ও সহজ না করে ছেড়না.

اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا وَتَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا

হে আল্লাহ, আমাদের হাজত পূরণ কর, কাজকে আসান

وَاٰمِنْ خَوْفَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا وَاغْفِرْ ذُنُوْبَنَا

কর, আমাদের অন্তরকে উন্মুক্ত কর, জিয়ারত কবুল কর,

Marfat.com

وَاكْشِفْ كُرُوبَنَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ

ভয় দূর কর, দোষ গোপণ কর, গুণাহ মাফ কর,

أَعْمَالَنَا وَرُدَّ غُرْبَتَنَا إِلَى أَهْلِنَا وَأَوْلَادِنَا

আর আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর কর এবং সদানুষ্ঠানের

سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ مَسْتُوْرِيْنَ وَاجْعَلْنَا

সঙ্গে কর্ম্মের অবসান ঘটাও, আমাদের যারা প্রবাসী তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরিয়ে

مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الَّذِيْنَ لَا

নিরাপদে, সাফল্যের সঙ্গে, দোষ ত্রুটি অপ্রকাশ রেখে;

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ بِرَحْمَتِكَ

শামিল কর আমাদের তোমার নেক বান্দাদের

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

সঙ্গে যারা ভয় ও ভাবনা মুক্ত, তোমার

করুনা বলে, হে শ্রেষ্ঠতম দয়াল, হে বিশ্ব পালক!

Marfat.com

বিঃদ্রঃ দরুদ, সালাম আর রওজা পাকের কাছে এবং মসজিদে নববীতে দুয়া করার সময়, কোন বিশেষ দুয়া প্রয়োজনীয় নয়। নিবিষ্টতার সঙ্গে নিজের ইচ্ছে মত যে দুয়া যে ভাষাই-হোক নিজস্ব কামনা পেশ করবে।

অতঃপর জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে যেয়ে সবার আগে হজরত উসমান-ইবন-আফ্‌ফানের পবিত্র মাজার জিয়ারত করে পড়বে : —

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সরদার আফ্‌ফানের পুত্র উসমান,

عَفَّانَ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اسْتَحْيَتْ

সালাম তোমার উপর, যাকে আল্লাহর ফেরেশতারাও লজ্জা করেছে,

مِنْكَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمٰنِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

সালাম তোমার উপর, যার তেলাওত

يَا مَنْ زَيَّنَ الْقُرْاٰنَ بِتِلَاوَتِهٖ وَنَوَّرَ

কোরানকে অলঙ্কৃত করেছে, যার ইমামত মেহরাবকে আলোকিত করেছে,

Marfat.com

الْمِحْرَابِ بِإِمَامَتِهٖ وَسِرَاجَ اللّٰهِ تَعَالٰى

আর যে বেহেশতে হয়েছে আল্লাহর প্রদীপ,

فِى الْجَنَّةِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ

সালাম তোমার উপর, হে তৃতীয় ধর্ম্মপরায়ণ

الرَّاشِدِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَ

খলিফা, খোদা তোমাকে রাজী, আর খুশী করেছে চমৎকারভাবে,

اَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ

জান্নাতকে করেছে তোমার গন্তব্যস্থল, আবাস,

مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَاْوَاكَ

থাকবার জায়গা আর আশ্রয়, (বর্ষিত হোক)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহর করুণা আর বরকত।

Marfat.com

এরপর সম্ভব হলে জান্নাতুল বকীর অন্যান্য মাজারে যেয়ে ফাতেহা আর সালাম পড়বেঃ

মাজার (১) হজরত আবু সঈদ খুদরী (রাঃ), (২) হজরত বিবি ফাতিমা বিনতে আসাদ; (৩) হজরত বিবি হালিমা সা'দিয়া; (৪) অন্যান্য শহিদানের মাজার (বকীর সংলগ্ন); (৫) হজরত ইবরাহীম (রসুলুল্লাহর পুত্র); (৬) হজরত ইমাম নাফে মদনী (রাঃ); (৭) হজরত ইমাম মালেক (রাঃ); (৮) হজরত আকীল ইবনে; আবিতালেব (রাঃ); (৯) উম্মুল মুমেনীনদের মাজার (১০) রসুলুল্লাহর কন্যাদের মাজার; (১১) হজরত আব্বাস (রাঃ) (রসুলুল্লাহর চাচা); (১২) হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ), ইমাম মোহম্মদ বাকের (রাঃ); ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)র মাজার (১৩) সৈয়েদা ফাতেমা বিনতে রসুলিল্লাহ; (১৪) রসুলুল্লাহর ফুফুদের মাজার, (১৫) হজরত ইসমাইল ইবনে ইমাম জাফর (রাঃ), (১৬) হজরত মালেক আনসারী আল-বেকারী (রাঃ), (১৭) হজরত জাকীউদ্দীন রহঃ), ১৮) হজরত আলী আরিজী (রাঃ) (১৯) হজরত হামজা (রাঃ), (ববৃহস্পতিবার) (২০) বকীর' অন্যান্য মাজার, (২১) কাবার বাইরে শহিদানের মাজার।

এই পুন্যাত্মাদের মাজার জেয়ারতের সময় সুন্নত তরিকা লজ্ঘন করবেনা এবং সমগ্র বকীর উপর ইবরত আর চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি দেবে। এখানকার প্রতি বস্তুতে প্রতি অলিতে গলিতে ঈমান আর জেহাদ এবং আল্লাহ প্রেমের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। রসুলুল্লাহ

Marfat.com

ও সাহাবাদের সময়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস আর এই পুন্যাত্মাদের জেহাদের জোশ এবং ধর্ম্মের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেয়ার কীর্ত্তি কাহিনী অবশ্যই নতুন করে ইয়াদ করবে আর এঁদের মহান আদর্শ অনুসরনের জন্য প্রার্থনা আর সঙ্কল্প করবে।

আবার মঙ্গলবারে মসজিদে কেবলাতাইনে এসে এখানে নফল নামাজ পড়ে দুয়া চাইবে। এসব সুযোগ প্রতিদিন আসতে পারে না, কাজেই যতটা সম্ভব পুন্য অর্জন করে নেবে।

তারপর মসজিদে কেবলাতাইনের পথে যে চারটি মসজিদ তাতে এবং অতঃপর সুলা পর্বতের গুহায় নফল নামাজ পড়ে দুয়া চাইবে।

এরপর উহুদ যুদ্ধের শহিদানের মাজার জিয়ারত করে ফাতেহা আর সালাম পড়বে।

বিঃ দ্রঃ— মসজিদ কোবায় ঘর থেকে ওজু করে যাবে, নামাজ পড়বে, দুয়া চাইবে এবং চলে আসবে; এতে এক উমরার সওয়াব মিলবে। সম্ভব হলে রোজ, নয়ত যেদিন পারবে মসজিদে কোবায় বারবার হাজের হতে পারলে বিপুল সওয়াব পাওয়া যাবে। মদিনা মুনাওয়ারায় কয়েকদিন অবস্থানের গুরুত্বও মর্য্যাদা বুঝা দরকার। এমন সুযোগ বারবার মিলে না। এজন্য আল্লাহর শুকর আদায় করবে।

Marfat.com

আবার শনিবারে মসজিদেকোবায় এসে দু'রাকাত নফল পড়ে দুয়া চাইবে। এতে উমরার সওয়াব পাওয়া যাবে।

এরপর মসজিদে কোবার কোনে কাশ্‌ফ্‌ নামক তাকের কাছে আসবে এবং কোরানের আয়াত لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى (এই মসজিদের ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া) নাজেল হওয়ার জায়গা আর হেজরতের সময় রসুলুল্লারহর উটনীর বসার জায়গার কাছে এসো (এখানে চারটি মসজিদ রয়েছে) নফল পড়বে আর (এখানে চারটি মসজিদ রয়েছে) নফল পড়বে আর দুয়া চাইবে।

অতঃপর মসজিদে শামস, মসজিদে এজাবত, মসজিদে জুমআ আর মসজিদে বনি নাজারে (কোবার দিকে) আসবে, 'পরে' বকীর কাছে মসজিদে মায়েদায় আসবে এবং এর কাছেই দ্বিতীয় মসজিদে এজাবতে আসবে। এই দুই মসজিদেই নফল পড়বে আর মনের খাহিশমত দুয়া চাইবে। বিদায় হওয়ার সময় এই দুয়া পড়বে :—

বিদায়ী দুয়া

اَلْوَدَاعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْفِرَاقُ يَا

বিদায় নিচ্ছি হে আল্লাহর রসুল; ছেড়ে যাচ্ছি তোমাকে হে আল্লাহর

Marfat.com

نَبِیَّ اللّٰہِ۔ اَلْاَمَانُ یَا حَبِیْبَ اللّٰہِ لَا

নবী; নিরাপত্তা চাচ্ছি (তোমার মারফতে), হে আল্লাহর

جَعَلَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی اٰخِرَ الْعَہْدِ لَامِنْکَ

বন্ধু; আল্লাহ যেন তোমার দরবারে এই আমাকে,

وَلَامِنْ زِیَارَتِکَ وَلَامِنَ الْوُقُوْفِ

তোমার দর্শনকে, তোমার সামনে উপস্থিতিকে

بَیْنَ یَدَیْکَ اِلَّا وَمِنْ خَیْرٍ وَّعَافِیَۃٍ

শেষ ঘটনায় পরিণত না করেন; বরং যদি

وَّصِحَّۃٍ وَّسَلَامَۃٍ اِنْ عِشْتُ اِنْشَاءَ

খয়ের ও আফিয়ত আর সেহত ও সালামতের সঙ্গে

اللّٰہُ تَعَالٰی جِئْتُکَ وَاِنْ مُّتُّ فَاَوْدَعْتُ

' বেঁচে থাকি তবে আল্লাহ চাহেত আবার হাজির হব, আর যদি

Marfat.com

عِنْدَكَ شَهَادَتِیْ وَ اَمَانَتِیْ

মরে যাই, তাহলে আমি মাহফুজ করে নিয়েছি তোমার আছে—আমার শাহাদত,

وَعَهْدِیْ وَمِيْثَاقِیْ مِنْ يَّوْمِنَا

আমার আমানত, আমার ওয়াদা আর প্রতিশ্রুতি এই

هٰذَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهِیَ شَهَادَةُ

আজকের দিন থেকে কিয়ামতের দিন পর্য্যন্ত, এবং এই

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

শাহাদত (বা সাক্ষ্য) হচেছ এই যে, এক আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তার কোন

لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

শরীক নেই; আমি সাক্ষ্য দিচিছ, মোহাম্মদ আল্লাহর বন্দা এবং রসুল,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ط

তোমার প্রভু মহাশক্তিশালী প্রভু, সে সব কলঙ্ক থেকে মুক্ত যা কাফেররা তার উপর আরোপ করে।

Marfat.com

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

শান্তি (বর্ষিত হোক) তার রসুলদের উপর, আর সব

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

প্রসংশা বিশ্ব পালক আল্লাহর। রসুলুল্লাহ (দঃ)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ

বলেছেন, যে আমার কবর জিয়ারত করেছে

لَهٗ شَفَاعَتِيْ - وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

তার জন্য আমার শাফা'ত ওয়াজেব হয়ে গেছে;

تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ

হজরত আরো বলেছেন, যে জিয়ারত করেছে
আমাকে আমার মৃত্যুর পর

مَمَاتِيْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ -

সে যেন জিয়ারত করেছে আমাকে জীবদশায়।

Marfat.com

ছাইফি প্রিন্টার্স করাচী, (পাকিস্তান)

Marfat.com

হে কা'বার মালিক! পাকিস্তানীদের এমন শক্তি-দান কর—যাতে তারা ইসলামের মুখোজ্জল করতে পারে। তারা সবাই যেন তোমারই নির্দেশিত পথে চলে—নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে পারে।

হে এলাহি! তোমারই অশেষ করুনায় আমরা পাকিস্তানের মত নেয়ামত হাসিল করেছি—এ তোমারই দেওয়া অমূল্য দৌলত। এদেশের—হেফাজত কর—একে বরকত দাও, শক্তি দাও ও দৃঢ়তা দান কর। আমার প্রিয় দেশকে গৌরবানিত কর—সমৃদ্ধ কর

Marfat.com

মিনিষ্ট্রি অফ ইনফরমেশান ও
ব্রডকাষ্টিং এর পক্ষে ডিপার্টমেন্ট অব
ফিল্মস্ এবং পাবলিকেশানস্,
পাকিস্তান সরকার
কর্তৃক প্রকাশিত।

4320

Marfat.com

মিনিষ্ট্রি অফ ইনফরমেশান ও
ব্রডকাষ্টিং এর পক্ষে ডিপার্টমেন্ট অব
ফিল্মস্ এবং পাবলিকেশানস্,
পাকিস্তান সরকার
কর্তৃক প্রকাশিত।

4320

Marfat.com